হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৬

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইনডিজিনাস হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস

European Union

হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৬

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইনডিজিনাস হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

সম্পাদক
সঞ্জীব দ্রং

সম্পাদক মণ্ডলী
রিপন বানাই
পিয়া দফো
তুলি লাবণ্য দ্রং

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৬

© ছবি
আইপিডিএস

মুদ্রণে
থাংস্রে কালার সিস্টেম

সহযোগিতায়
European Union

প্রকাশনায়
promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস
৬২ প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮-০২-৫৮১৫৭১৬০, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯১০২৫৩৬
মোবাইল : ০১৭১১৮০৪০২৫, ০১৭৩১-৮৫০৯৮৯
ই- মেইল: ipdsaski@yahoo.com/ drong03@yahoo.com
www.ipdsbd.com

মানবাধিকার রিপোর্ট নিয়ে কিছু কথা

বিশ্বে আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো নয়। জাতিসংঘ নিজে বলছে, আদিবাসীরা ক্রমাগত প্রান্তিকতার শেষ সীমার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিজেদের প্রথাগত ভূমি থেকে তারা উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। ভূমি রক্ষার জন্য প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেককে জীবন দিতে হচ্ছে। আদিবাসী মানবাধিকার ডিফেন্ডারদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আদিবাসী অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে। গাইবান্ধায় সাঁওতালদের উপর ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে এ বছর নভেম্বর মাসে। মৌলভীবাজারে খাসিয়াদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন। মধুপুর বনে গারো, কোচ ও আদিবাসীদের জমি রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, মানবাধিকার লংঘনের কোনো প্রতিকার আদিবাসীরা পাচ্ছে না।

আমরা কয়েক বছর ধরে আদিবাসীদের বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশ করি যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে কাজ করতে পারে, আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে পারে। আমরা এই রিপোর্টের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছি মাঠ পর্যায়ে। আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারগণ এ কাজে সহায়তা করেছেন। এরা এলাকায় কাজ করে চলেছেন, মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করছেন। কয়েকজন সরাসরি মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার হয়েছেন। আমরা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছি।

এই রিপোর্ট আদিবাসী অঞ্চলে স্থানীয় পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষার কাজে সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সজাগ হবেন। নাগরিক সমাজ, এনজিও, মিডিয়া, আদিবাসী সংগঠন পরবর্তীতে ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবেন বলে আমরা আশা করি। এভাবে ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মানবাকিার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে বলে আমরা আশা রাখি।

সঞ্জীব দ্রং
ঢাকা
ডিসেম্বর ২০১৬

সাঁওতালরা কেমন আছেন?

উত্তরবঙ্গের দু'টি বিভাগে সাঁওতালদের বাস। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। জেলার কথা বললে দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাই নবাবগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, নাটোর প্রভৃতি জেলায় অধিক সংখ্যক সাঁওতালের বাস। এক সময় সাঁওতালদের জমিজমা ছিল। কালের পরিক্রমায়, নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা তাদের জমি হারিয়েছে। তারা পরিণত হয়েছে ভূমিহীন জাতিতে। অনেকে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো সাঁওতালদের আর্থিক অবস্থাও করুণ। তারা অনেকে দিন মজুর এমন জমিতে যে জমি এক সময় ছিল তাদের।

আজকের দিনের বাস্তবতা হলো উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীরা যেসব জমিতে বসবাস করছে, সেসব জমি অনেকাংশে সরকারি খাতায় খাস জমি। উত্তরবঙ্গে অনেক বড় বড় পুকুর দেখা যায় যেখানে পুকুর পাড়ে আদিবাসীরা ঘর বেধে বসবাস করে। তাদের জমির কাগজপত্র নেই। এজন্যে অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, রাজনৈতিক মদদপুষ্ট লোকজন প্রশাসনের সহায়তায় এইসব পুকুর লীজ নেয়। তখন পুকুর পাড়ের আদিবাসীদের সাথে লীজপ্রাপ্ত অআদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত বাধে। এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয় এই ধরনের সংঘাত। আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে অনেক সময়। কখনো কখনো আদিবাসীরা প্রতিবাদ করেছে এবং নিজেদের জমি ও বাড়িঘর রক্ষায় রুখে দাঁড়িয়েছে। তখনি সংঘাত তৈরি হয়েছে। এটি খুব সহজে ধরে নেওয়া যায় যে, আদিবাসীরা বাঙালি সংখ্যাগুরু প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের জমিজমা রক্ষা করতে পারে না। সরকারি প্রশাসনও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে পারে না। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে আদিবাসীরা, সাঁওতালরা কঠিন সংকট মোকাবেলা করছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বরের রক্তাক্ত আক্রমণ যেখানে তিনজন সাঁওতাল নিহত হয়। তাদের বাড়িঘর প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। মিডিয়া রিপোর্টে দেখা যায়, পুলিশ বাহিনী সরাসরি সাঁওতালদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভিডিওতে এসব পরিষ্কার দেখা যায়। ঘটনার এতদিন পরও হামলার সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীদের গ্রেফতার করা হয়নি। প্রশাসন নাটক সাজিয়ে কয়েকটি মামলা করে। কিন্তু সাঁওতালদের মূল মামলায় প্রভাবশালী আসামীদের না উল্লেখ করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অতীতেও ভূমি অধিকার রক্ষার আন্দোলনে অনেক আদিবাসীকে জীবন দিতে হয়েছে। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরের ভীমপুর গ্রামে ২০০০ সালে আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনকে প্রকাশ্য দিনের বেলা সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সেই ঘটনাও সারা দেশে ব্যাপক আলোচিত হয় মিডিয়া ও নাগরিক সমাজে। এই হত্যার বিচার কি হয়েছে? হয়নি। কয়েক বছর আগে একই জেলায় চার সাঁওতাল দিনমজুরকে হত্যা করা হয়। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে একই পরিবারের পিতা-পুত্র সাঁওতালকে হত্যা করা হয়। খালিপপুরে সাঁওতালদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পার্বতীপুরের বড়দলে সাঁওতালদের গ্রাম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনার তেমন বিচার হয়নি।

সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় ঢেকে গেছে। অনেকে দেশান্তরে চলে গেছে ভারতে। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালসহ অনেকে আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স হিসেবে কাজ করছেন। তাদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ কঠিন। একটি কাজ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তরুণ আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা এবং উদ্বুদ্ধ করা। এজন্যে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের নিয়ে সভা সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসী তরুণ মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। তাদেরকে সংখ্যাগুরু মূলধারার মানবাধিকার কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের জন্য দরজা খুলে দিতে হবে। যদি আমরা এই কাজটি করতে পারি, তা হলে ভবিষ্যতে এরা আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষাসহ মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে আদিবাসী গ্রামে ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নাগরিক সমাজের পরিদর্শন

গত ৬ ও ৭ নভেম্বর ২০১৬ গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ ও বাগদাফার্ম এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সুগার মিল কর্তৃপক্ষ মিলিতভাবে সাঁওতাল আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের উপর রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। পুলিশের উপস্থিতিতে চিনিকল মালিক পক্ষের একদল লোক আদিবাসীদের বাড়িঘরে লুটতরাজ চালায়, নির্বিচারে আগুন দিয়ে সাঁওতাল ও দরিদ্র বাঙালি কৃষকদের বসতভিটা ছারখার করে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবার পর যাতে বাড়িঘর, বসতভিটার কোনো চিহ্ন ওই ভূমিতে না থাকে, সে জন্য ট্রাক্টর দিয়ে দিন রাত সেখানে হাল চাষ করানো হয়। পুলিশের গুলিতে কম পক্ষে তিন জন আদিবাসী সাঁওতাল নিহত হন। নিহতরা হলেন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশ টুডু। বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন দ্বিজেন টুডু, চরন সরেন ও বিমল কিস্কু। বাকিরা বাড়িতে ও অন্যত্র পুলিশের ভয়ে চিকিৎসা নেন।

ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা ১৩ নভেম্বর এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করি এবং স্থানীয় সকলের সাথে কথাবার্তা বলে সম্পূর্ণ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

গ্রাম পরিদর্শনের সময় সাঁওতাল গ্রামবাসী আমাদের বলেছেন, গুলিতে আহত অনেকে গ্রেফতারের ভয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেননি। অনেকে আতংকে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কেননা আদিবাসীদের গ্রামে এত বড় মানবাধিকার লংঘনের পর, তিনজনকে হত্যা করার পর, উল্টো পুলিশই মামলা করেছে সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকদের বিরুদ্ধে। আমরা জানতে পেরেছি একাধিক মামলা করা হয়েছে। মামলার কথা আমরা জানতে পেরেছি, তবে সাঁওতালরা মামলার কপি সংগ্রহ করতে পারেনি, কারণ আতংক ও ভয়ে কেউই থানায় যাওয়ার সাহস করেনি। থানায় গেলেই গ্রেফতারের আশংকা রয়ে গেছে। কেননা ওই মামলায় পুলিশের গুলিতে নিহত সাঁওতাল শ্যামল হেমব্রমকে ১ নম্বর আসামী করে ৪২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সাথে অজ্ঞাত পাঁচ শতাধিক সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষককে আসামী করা হয়েছে। স্মরণকালের এই ভয়াবহ মানবাধিবার লংঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত সাঁওতালরা প্রথমে মামলা করতে পারেনি। পরবর্তীতে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা ও আদিবাসী সংগঠনের সহায়তায় মামলা করা হয়েছে।

পরিদর্শনে আমরা কী দেখেছি

৬ ও ৭ নভেম্বর ২০১৬ সাঁওতাল গ্রাম আক্রান্ত হওয়ার পর জাতীয় গণ মাধ্যমে এই ঘটনার খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ হতে থাকে। প্রিন্ট মিডিয়া ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এই ঘটনাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আমরা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ঢাকা থেকে আক্রান্ত এলাকা সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৩ নভেম্বর রোববার আমরা শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, সভাপতি ঐক্য ন্যাপ, খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি, ড. আবুল বারকাত, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কাজল দেবনাথ, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, শারমিন মুর্শিদ, ব্রতীর নির্বাহী পরিচালক, সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, আদিবাসী ফোরাম, রবীন্দ্রনাথ সরেন, সভাপতি জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের খন্দকার রেজওয়ানুল করিম, দীপায়ন খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও পত্রিকার সাংবাদিকসহ আমরা খুব ভোরে ঢাকা থেকে গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমরা দুপুরের পর পর সাহেবগঞ্জ বাগদা-ফার্ম ও মাদারপুর গ্রামে পৌঁছাই। সাঁওতাল গ্রামে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে আমরা যা দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। গ্রামে পৌঁছার আগেই আমরা দেখতে পাই নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করে চিনিকল কর্তৃপক্ষ পুরো জমি কাটাতার দিয়ে বেড়া দিচ্ছে। ট্রাক্টর দিয়ে হাল চাষ করে সাঁওতালদের বসতবাড়ির নাম নিশানা মুছে ফেলা হচ্ছে। গ্রামে পৌঁছার পর আদিবাসীরা আমাদের তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে এই সব বলেছেন।

আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সাঁওতাল ও বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলেছি। একত্রে কথা বলেছি। আলাদা আলাদাভাবেও কথা বলেছি। আমাদের কথোপকথনের সময় আমরা দেখেছি, একদল ভাড়াটে লোক সাঁওতালদের কথা বলার সময় আমাদের সামনেই বাধার সৃষ্টি করেছে, সাঁওতালদের ধমক দিয়েছে। ১৩ নভেম্বর আমাদের সফরের সময়ও মিল কর্তৃপক্ষ এবং সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে গ্রামে ঢুকে আদিবাসীদের হুমকি দিয়েছে যার প্রত্যক্ষদর্শী আমরা।

গ্রামে অনেকের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা গ্রামের গির্জা ঘরের সামনে একটি জমায়েতে কথা বলেছি। সেখানে অলিভিয়া মার্ডি তার বক্তৃতায় সরাসরি এমপি ও চেয়ারম্যানকে দায়ী করে এই হামলার বিচার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার তিন সন্তান। আমার স্বামী চোখে বুলেটবিদ্ধ হয়ে এখন ঢাকা চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডাক্তার বলেছে আমার স্বামী চোখে আর দেখতে পাবে না। আমি এখন এই তিন সন্তান নিয়ে কী করবো, কোথায় যাব? এ প্রশ্নের উত্তর কী?

জমায়েতে সাঁওতাল নারী-পুরুষ-শিশুদের ভয়ার্ত চেহারা আমরা দেখেছি। এখানে কয়েকশত সাঁওতাল সমবেত

হয়েছে। বাড়িঘর হারিয়ে সাঁওতালরা এই গির্জা ঘরের বারান্দা ও আঙিনায় আশ্রয় নিয়েছেন। এখানেই তারা একত্রে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন।

মাদারপুর সাঁওতাল গ্রামে আমরা যা দেখেছি, তাকে শুধু ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা বলাই যথেষ্ট হবে না। একাত্তরের ভয়াবহতাকে এই হামলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আক্রান্ত সাঁওতালরা আমাদেরকে বলেছেন, এমপির লোক এখনো তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাদের বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না, তাদের আত্মীয় স্বজন গ্রামে তাদের দেখতে আসলে রাস্তায় থামিয়ে নানা রকম জেরা করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা সাঁওতাল পাড়ায় একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

আদিবাসীরা আমাদের বলেছেন, সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ও পুলিশের গুলিতে ২০ জনেরও অধিক আদিবাসী নারী পুরুষ আহত হয়েছেন। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু গ্রেফতারের ভয়ে আহতদের অধিকাংশই হাসপাতালে চিকিৎসা নেননি। আদিবাসীরা বলেছেন, এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। কারণ তারা এখনো জানেন না প্রাণ ভয়ে কে কোথায় চলে গিয়েছেন। সাঁওতালরা অভিযোগ করেছেন কিছু লাশ গুম করা হয়েছে। আমরা যখন বিকালে ফিরে আসি, তখন চার্চের প্রধান বিশপের নেতৃত্বে 'লাশের গন্ধ ভাসছে' বলে লাশের খোঁজে সাঁওতালরা গ্রামের অন্যদিকে যাচ্ছেন। এই রকম পরিস্থিতি আমরা মাদারপুর গ্রামে দেখে এসেছি।

আমরা দেখেছি, পুলিশ ও সুগার মিলের বাহিনী আদিবাসীদের উপর গুলি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদের হাঁস মুরগি, গরু ছাগলসহ বাড়িঘরে থাকা আসবাবপত্র। জাতীয় পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে এসবের সচিত্র খবর প্রচারিত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও দেখা যাচ্ছে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ঘরে আগুন দিচ্ছে আর বাড়িঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন করে আদিবাসীদের এখন এক চরম আতংক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে আদিবাসী নারী-পুরুষ-শিশু আশেপাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। ওখানে চলছে এক ভীতির রাজ্য।

সেই থেকে আদিবাসী মানুষ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন যাপন করছে। সেখানে বসবাসকারী আদিবাসী শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সাঁওতালরা বলেছেন, তারা স্কুলে যেতে পারছে না। ইতোমধ্যে শীতের প্রকোপ পরায় তাদের যন্ত্রনার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে; আদিবাসীরা অনাহারে দিনাতিপাত করছে। কিছু মানবতাবাদী সংগঠন কিছু ত্রাণ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

সরকারি ত্রাণ প্রত্যাখ্যান

আদিবাসীরা সরকারি ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইউএনও ত্রাণবাহী গাড়ি নিয়ে মাদারপুর গ্রামে গিয়েছিলেন ১৪ নভেম্বর সোমবার। সারাদিন অপেক্ষার পরও আদিবাসীরা কেউই ত্রাণ নিতে আসেননি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ দিতে চাইলেও তারা ত্রান নেননি। শেষে ইউএনও ত্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন।

১৫ নভেম্বর আদিবাসীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠকের পর যখন বলা হয় এই ত্রাণ যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে, তখন সাঁওতালরা এই ত্রাণ গ্রহণে সম্মত হন। তারা ইউএনওর কাছ থেকে ত্রাণ নিতে চাননি, কারণ তারা বলেছেন, যে ইউএনও'র উপস্থিতিতে পুলিশ গুলি করেছে, তাদের লোকজনদের হত্যা করেছে, তার ত্রাণ নিয়ে আসা পরিহাস ছাড়া কিছু নয়।

সরেজমিন পরিদর্শনের সময় প্রত্যক্ষদর্শী ও আক্রান্ত আদিবাসীরা বলেছেন, ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যখন চিনিকল কর্তৃপক্ষ পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের উচ্ছেদ করার জন্য সেখানে যায়। সাঁওতালরা আমাদের বলেছেন, এই সময় তারা সেখানকার পুলিশকে অনুরোধ করে, যাতে তাদেরকে উচ্ছেদ করা না হয় এবং পুলিশ যেন সন্ত্রাসীদের আসতে না দেয়। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে চাইলে এবং আদিবাসীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আদিবাসীদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে এবং ৩ জন সাঁওতাল নিহত ও ২০ জনেরও অধিক আহত হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিহতরা হলেন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশ টুডু।

প্রেক্ষাপট

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরেঙ্গাবাদ ও চক রহিমাপুর মৌজার ১,৮৪২.৩০ একর ভূমি 'রংপুর (মহিমাগঞ্জ) সুগার মিলের' জন্য অধিগ্রহণ করে তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি আদিবাসী গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ হয়। কথা ছিল অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ করা হবে। আখ চাষ না হলে এসব জমি আবারো যে সব মূল মালিকদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেসব ভূমি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি ছিল চুক্তি। অধিগ্রহণের পর বেশ কিছু জমিতে আখ চাষ হয় এবং আখ ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার দরুণ ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা সময় একবার চালু হয়, আবার বন্ধ হয় এভাবেই চলতে থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। অধিগ্রহণের চুক্তি লংঘন করে কেবলমাত্র আখচাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে ধান, গম, সরিষা ও আলু, তামাক ও ভূট্টা চাষ শুরু হয়। আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ পুরো ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে আনে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সনের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্তকালে তারা উল্লিখিত জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান। কিন্তু গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ১০ মে ২০১৬ তারিখে উক্ত ভূমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন সরকার বরাবর। বাপ-দাদার জমিতে অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবিতে আদিবাসী-বাঙালি ভূমিহীনদের তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন। আন্দোলন দমাতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ভূমিহীনদের উপরে অনেক হয়রানি করেছে, মামলা দিয়েছে। ১৯৬২ থেকে ২০১৬, দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে চিনি উৎপাদনের অজুহাতে রাষ্ট্র সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্মের ভূমি উদ্বাস্তু হাজারো মানুষের সাথে অন্যায় করে চলেছে, করে চলেছে স্পষ্ট অবিচার। ঘটনাটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান পরিপন্থী, ঘটনাটি যে কোনো মানদণ্ডেই মানবিকতা পরিপন্থী, নৈতিকতা পরিপন্থী, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিতকরণের বিধান পরিপন্থী। দ্রুত এর সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার জরুরি।

সরকারের মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে অনেকে মিডিয়ার সামনে বলেছেন এই জমি কখনো সাঁওতালদের ছিল না। এটি সম্পূর্ণ অসত্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুগার মিল কখনো বন্ধ হয়নি। আবার কেউ বলেছেন, মিলটি আবার চালু করা হবে। টেলিভিশন চ্যানেলের ভিডিও ফুটেজ দেখলে এসব বক্তব্যে মিথ্যাচার আপনারা সহজেই লক্ষ্য করবেন।

আমরা যে কথাটি বলতে চাই, তা হলো, এই জমি ছিল সাঁওতালদের এবং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের বাপ-দাদার জমি। আমরা এই জমির খতিয়ান কপি পেয়েছি। তাতে দুদু মাঝি, দুর্গা মাঝি, জলপা মাঝি, জেঠা কিস্কু, মঙ্গলা মাঝি, মুংলি, ছারো মাঝি, সুকু মাঝি এই সব অনেক নাম পেয়েছি যাদের জমি ছিল এই বাগদা ফার্মের মধ্যে। সাঁওতালরা বলেছেন, সাঁওতাল বাগদা সরেনের নাম অনুসারে এই ফার্ম পরিচিতি পায়।

১৯৬২ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সাথে সুগার মিল কর্তৃপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির কপি পেয়েছি। সেই চুক্তিতে স্পষ্ট বলা আছে, আখ চাষের জন্য এই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও আখ চাষ না হয় অথবা আখ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে এই জমি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ জমি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এই চুক্তি ৫ ধারার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

Point 5.

The Provincial Government will examine the question of the acquisition of the land for the aforesaid purpose and proceed with the acquisition thereof if there is no objection but as a result of the examination if it is decided that the land shall not be acquired for the aforesaid purpose, the said corporation shall surrender the land to the Provincial Government for its release and restoration under section 8 of the aforesaid Act and the corporation shall bear all costs and compensation in connection with the release and restoration of the land.

এই চুক্তির ধারা ৩ এ বলা আছে, চুক্তির সময় এই সব জমির যে অবস্থা বা জমির যে বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র, তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ জমির আইল পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাবে না। অথচ সুগার মিল কর্তৃপক্ষ এই জমি নানা কাজে লীজ দিয়েছে। আমাদের কাছে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের কপি এসেছে। দরপত্রের এই বিজ্ঞাপন রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড দৈনিক করতোয়ার ছাপিয়েছে ১লা এপ্রিল ২০১৫। এই দরপত্রে ১১টি পুকুর ও ১২টি প্লটের জন্য দরপত্র চাওয়া হয়েছে। এটি পুরোপুরি চুক্তির লংঘন। এই দরপত্র কে পেয়েছে আমরা জানি না। সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনারা এই তথ্য বের করতে পারেন।

অপরদিকে সরকারের মন্ত্রী ও সচিবরা বলছেন, মিল চালু আছে, আখ চাষ হচ্ছে, এসব তথ্য আদৌ সত্য নয়। ১০ মে ২০১৬ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদ স্বাক্ষরিত একটি চিঠি, স্মারক নং: ০৫.৫৫.৩২০০.০২৩.১৬.০২৭.১৫-২৩৩(৩) পাঠানো হয় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর। এই চিঠির (ক) অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'গাইবান্ধা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রামপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সাপমারা মৌজার খতিয়ান নং ০২, চকরহিমাপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, নরেঙ্গাবাদ মৌজার খতিয়ান নং ০২, মাদারপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সর্বমোট জমির পরিমাণ ১,৮৩২.২৭ একর যা মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত রয়েছে। মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমি হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নাই।'

জেলা প্রশাসক নিজেই বলছেন জমি 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' রয়ে গেছে। অথচ শিল্প সচিব মিডিয়াতে বলেছেন মিল খোলা আছে, মিল চালু আছে। জেলা প্রশাসকের চিঠিতে 'সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এখানে সংগ্রাম কমিটি অনেক আগে থেকে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। এই ধরনের রিপোর্টের ফলে তিন গরিব সাঁওতালকে জীবন দিতে হলো। দেশবিদেশে দেশের ভাবমূর্তির মারাত্মক ক্ষতি হলো। (এই চিঠির কপি আমাদের হাতে এসেছে)।

৬ নভেম্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এলাকা সফর করেছেন। মিডিয়া ব্যাপক রিপোর্ট করে চলেছে। কিন্তু এত বড় মানবাধিকার লংঘন হওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো আদিবাসীদের নানারকম হুমকি দেয়া হচ্ছে ও হয়রানি করা হচ্ছে। এখনো প্রকৃত আদিবাসীদের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আওয়ামী লীগের একটি দল এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে গেছেন। তারা কী রিপোর্ট দিয়েছেন, আমরা জানি না। তবে সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে মিডিয়াকে বলেছেন, সরকার সাঁওতালদের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ দিবে এবং বাড়িঘর তৈরি করে দেবে। আমরা মনে করি, সাঁওতাল নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। আদিবাসীরা আমাদের বলেছেন, তারা তাদের বাপ-দাদার জমিতেই পুনর্বাসন চান, নতুন কোনো জমিতে নয়। আমাদের তারা এও বলেছেন, 'জীবন রেখে কী হবে যদি বাপ-দাদার ভিটা বেদখল হয়ে যায়।' সরকারের কেউ কেউ আশ্রয়ণ প্রকল্পের কথা বলেছেন। আদিবাসীরা আশ্রয়ন প্রকল্পে যেতে চায় না, কারণ তাদের বাড়িঘরের সঙ্গে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। তারা মাটির ঘরে অভ্যস্ত। এই দিকটাও বিবেচনায় নিতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

আমরা মনে করি, সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে নিরীহ আদিবাসীদের সাথে যা করা হয়েছে তা নির্মমতা এবং চরম মানবাধিকার লংঘন। আমরা এই মানবাধিকার লংঘন ও বর্বরতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি তাদের দাবি করছি। সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময়

আদিবাসীরা ও স্থানীয় বাঙালিরা আমাদের বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় এমপি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় প্রশাসন সরাসরি যুক্ত রয়েছে। তারা বলেছেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সংসদ সদস্য এখানে আদিবাসী গ্রামে হামলা ও আদিবাসী হত্যার দায় এড়াতে পারে না। আমরা সরকারের প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি এই বর্বরোচিত ঘটনার বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা। পুলিশ আদালতের কোনো আদেশ ছাড়া এভাবে সরাসরি আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে পারে না। পুলিশ ও মিল কর্তৃপক্ষ দলবেধে একত্রে মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছারখার করতে পারে না। উচ্ছেদ কার্যক্রমেরও আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে, সেটি এখানে কিছুই মানা হয়নি। সম্পূর্ণ বেআইনি শুধু নয়, অসভ্য কাজ হয়েছে। পুলিশ কোনভাবেই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে না। টিভিতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গেছে, পুলিশের উপস্থিতে সন্ত্রাসীরা সাঁওতালদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এটি কোনভাবেই স্বাধীন দেশে চলতে দেওয়া যায় না।

আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা সরেজমিন এলাকায় গিয়ে, অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রণয়ন করুন এবং তা তুলে ধরুন জাতির সামনে, যা আপনারা করে চলেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই এই মানবাধিকার লংঘনের, আদিবাসী হত্যার ও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটি অন্যতম পূর্বশর্ত।

এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেছি : ১. কমপক্ষে তিন জন আদিবাসী হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে এর সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে; ২. এই মানবাধিকার লংঘনের সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে; ৩. নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আবারো তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে বসবাসের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে হবে; ৪. সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আহতদের চিকিৎসার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে; ৫.সকল মিথ্যা মামলা অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; ৬. বাপ-দাদার ভিটায় আদিবাসীদের প্রতিষ্ঠা করা ফুলমনি মুরমু শিশু শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র সরকারি খরচে নির্মাণ করতে হবে; ৭. ঘটনার জন্য দায়ী স্থানীয় প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

মানবধিকার রিপোর্ট ২০১৬

আদিবাসী গারো তরুণীকে ধর্ষণ চেষ্টা

গত ২৪ জানুয়ারি রোববার কাজশেষে বাসায় ফেরার পথে প্রতিবেশী বাঙালি যুবক শফিউল্লাহ তার উপর আক্রমণ চালায়। উত্তরার একটি পার্লারে কাজ শেষে আনুমানিক রাত ১০টায় বাসায় ফেরার পথে দক্ষিণখান এলাকায় একটি বাসায় এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত শফিউল্লাহকে আটক করে। মেয়েটিকে টঙ্গী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তার চিকিৎসা চলে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করে।

আদিবাসীদের উচ্ছেদের চক্রান্ত হচ্ছে: মানববন্ধনে ছাত্র নেতারা

গত ২০ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু) মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে মধুপুর বনে বসবাসরত আদিবাসীদের উচ্ছেদের চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। বক্তারা আরো বলেন, টাঙ্গাইল জেলার অরণখোলা ইউনিয়নের জলছত্র, গায়রা, টেলকি, সাধুপাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ জাঙ্গালিয়া, বেরিবাইদ, গাছবাড়ী, আমতলী, ভুটিয়াসহ বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে কমপক্ষে ১৫ হাজার মানুষ বহু বছর ধরে বাস করছে। সরকার কোনো আলোচনা ছাড়াই এসব এলাকাকে সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করেছে, যা এখানে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে জানেন না। এসব এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

আদিবাসীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি

গত ২৯ মে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও কাপেং ফাউন্ডেশন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ যথেষ্ট বাড়ানোসহ সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদাভাবে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা দরকার।

আরও বক্তব্য রাখেন রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ও ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ।

অন্য একটি বাজেট বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক গত ২২ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণ বিভিন্নভাবে শোষণ, বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস সমতল, পাহাড় ও উপকূলের আদিবাসী জনগণের জন্য অধিকার ও উন্নয়নের লক্ষে কাজ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদে যে বাজেট উপস্থাপন করেন তা আদিবাসীদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। গত ২২ জুন ২০১৬ সিরডাপ মিলনায়তনে 'আদিবাসী ও বাজেট' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা তুলে ধরেন।

গোলটেবিল বৈঠকে জান্নাত-এ-ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমন্বয়ক ও টেকনোক্র্যাট সদস্য আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল। তিনি বলেন, এ বছর জাতীয় বাজেটে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাবিত হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য এবং বিষয়টা দেখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আছে। কিন্তু সমতলের আদিবাসীদের বিষয়টা দেখার জন্য আমাদের দেশে কোনো মন্ত্রণালয় নেই। ফলে যদিও দেশে দুই-তৃতীয়াংশ আদিবাসী সমতলে বাস করে, তাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বা খাত তারা আসলে পায় না।

এরপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। মূল প্রবন্ধে বলা হয় এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী সমতলের প্রায় ২০ লাখ আদিবাসীর জন্য গত বছরের মতো এবারও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। যা পাটিগণিত অংক কষলে দেখা যাবে, সমতলের আদিবাসীদের জন্য জনপ্রতি বাজেট বরাদ্দ বছরে মাত্র ১০০ টাকা। অথচ একজন নাগরিকের জন্য বাজেট বরাদ্দ বছরে ২১,০০০ টাকার উপরে।

সভাপ্রধান এবং আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, 'অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষে বাজেট প্রণীত হয়েছে, কিন্তু বাজেটে তা প্রতিফলিত হয়নি। গত বছর মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, চেষ্টায় সফলতা আসেনি। এবার কিছু সময় হাতে আছে আমাদের দ্রুত অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করা প্রয়োজন, কথা বলা প্রয়োজন। বাজেটে যেহেতু সমতলের আদিবাসীদের জন্য থোক বরাদ্দ ২০ কোটি আছে, তা বাড়িয়ে ১০০০ কোটি টাকা করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, বাজেট নিয়ে আদিবাসীরা প্রতিবছরই আন্দোলন করে আসছে। কোনো প্রতিফলন হয়নি। আমরা অত্যন্ত গরিব, সারাদেশের আদিবাসীরাও গরিব। কিন্তু বাজেট আমাদের জন্য দেখছি না। এরপর সাংসদ ফজলুল হক এমপি, সাংসদ খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, সাংসদ টিপু সুলতান এমপি ও সাংসদ কাজী রোজী এমপি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

আদিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন:

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত ২৪ জুন মধুপুর বনে গারো ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম, কাপেং ফাউন্ডেশনসহ আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনগুলো।

মানববন্ধনে আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন-ঐক্য ন্যাপের সভাপতি শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মধুপুর বনাঞ্চলে রিজার্ভ ফরেস্টের নামে আদিবাসী উচ্ছেদের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। উচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ায় ওই এলাকার ২৫ হাজার আদিবাসী ও মৌলভীবাজারে ৭০০ খাসিয়া পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

এরপর আদিবাসী বিভিন্ন সংগঠন উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানান। উত্থাপিত দাবিগুলো হলো- ১) অবিলম্বে মধুপুর বনের আদিবাসীদের ভূমি 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা বাতিল করে প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমির মালিকানার স্বীকৃতি, ২) মধুপুর জাতীয় উদ্যান প্রকল্প গ্রহণের আগে আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, ৩) আদিবাসীদের ভূমিতে কোনো প্রকল্প গ্রহণের আগে তাদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, ৪) খাসিয়াদের প্রথাগত জমি দখলের সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা, ৫) নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের উচ্ছেদ নোটিশ বাতিল করা। মাববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, গারো ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সুবিট রখো, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা প্রমুখ।

আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একসঙ্গে লড়তে হবে

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গত ২৩ জুন 'সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীদের ভূমি সুরক্ষায় চাই রাজনৈতিক অঙ্গীকার' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও কাপেং ফাউন্ডেশন। অধিকার আদায় ও ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রাম আদিবাসীদের একার নয়। এটি প্রান্তিক, দুর্বল, শোষিত ও নিপীড়িত সব জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম। এ জন্য আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ দেশের সুবিধাবঞ্চিত সব মানুষকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে এ কথা বক্তারা বলেন।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংয়ের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আদিবাসী, প্রান্তিক ও দলিত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে। নিজেদের অধিকার আদায়ে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।

অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত বলেন, আদিবাসীদের সমস্যা নৃগোষ্ঠীগত বৈষম্য নয়, এটি শ্রেণি বৈষম্য। এখানে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে শোষণ করছে। সে আদিবাসী হোক বা নিম্নবর্গের বাঙালি হোক। অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, যেখানে আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা নেই, সেখানে সমস্যার সমাধানও নেই। পার্বত্য এলাকার সমস্যা দূর করতে হলে তাদের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। আরও বক্তব্য রাখেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. শামীম ইমাম, পাভেল পার্থ, মানিক সরেন প্রমুখ।

মধুপুরে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা বাতিলের দাবিতে মহাসমাবেশ

নিরাপত্তাহীনতায় বাস করছে স্থানীয় আদিবাসীরা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নয় হাজার একশ পয়তাল্লিশ একর গজারি বনভূমিকে (১৯২৭ সালের বন আইনে) সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বসবাসরত কয়েক হাজার গারো, বর্মন, কোচসহ বিভিন্ন আদিবাসী ও বাঙালিরা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে মধুপুর বনাঞ্চলের আদিবাসী গারোরা আন্দোলনে নেমেছে। ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট কার্যক্রম বাতিলের দাবিতে, মধুপুর থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে গত ২২ জুলাই মধুপুর উপজেলার গায়রা মিশনারি প্রাইমারি স্কুল মাঠে গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু) ও মধুপুর সম্মিলিত আদিবাসী সমাজ এ সমাবেশের আয়োজন করে।

'সংরক্ষিত বন ঘোষণার নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াও' শীর্ষক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। তিনি বলেন, আদিবাসী সমাবেশের মাধ্যমে বন মন্ত্রণালয়কে জানাতে চাই- এটা আদিবাসীদের জমি, এ জমি আদিবাসীরা কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। আমরা আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

গত ৪৫ বছরে কোনো সরকারই আদিবাসীদের পক্ষে কথা বলেনি। এ সরকারও আদিবাসীবান্ধব নয়। সেটা হলে মধুপুরের এই এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হতো না। তিনি আরও বলেন, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় মধুপুর অঞ্চলের নির্মম বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল, সে চেতনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় বাস করছে। তাই আদিবাসীরা বারবার প্রতারিত হচ্ছে। আদিবাসীদের থাকতে হবে নিজস্ব নেতৃত্ব, নিজস্ব দল। আমরা পরনির্ভরশীল হয়ে আন্দোলন বাস্তবায়ন করতে পারব না। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে গারোদের নেতৃত্ব বিভক্ত। এ বিভক্ত রাজনীতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, এখানে ন্যাশনাল পার্কের জন্য আন্দোলন হয়েছিল। আজ আবার অনেক বছর পর ভূমি নিয়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে। সরকার আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার রক্ষা না করে আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী' হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা করছে। এটা আদিবাসীদের সঙ্গে স্রেফ প্রতারণা। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত আমাদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে পারেনি। পঞ্চদশ সংশোধনীও আদিবাসীদের জন্য বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর। মধুপুরে আদিবাসী গারোরা যুগ যুগ ধরে আওয়ামী লীগকে

ভোট দেয়। তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার আজ ক্ষমতায়। অথচ সেই সরকারের আমলে মধুপুর বনাঞ্চলের নয় হাজার একর বন ভূমি রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রিজার্ভ ঘোষণার ফলে গারো অধ্যুষিত ১৪ গ্রামের বহু পরিবার উচ্ছেদ হবে। এলাকার নির্বাচিত আওয়ামী সাংসদ ড. আব্দুর রাজ্জাক এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখেননি। কাজেই দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি না করে গারোদের নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি মিলবে। তিনি মধুপুর বনাঞ্চলের ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট গেজেট বাতিলের দাবি জানান।

এ ব্যাপারে স্থানীয় বন কর্মকর্তারা জানান, মধুপুর বনাঞ্চলের ৪৫ হাজার একর বনভূমির মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার একর জবরদখল হয়ে গেছে। মাত্র নয় হাজার একরে প্রাকৃতিক বন টিকে আছে। ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারায় এ নয় হাজার একরকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়। সেখানে জনবসতি নেই বললেই চলে। বন বিভাগ স্থানীয় আদিবাসী সংগঠনের সাথে একাধিকবার এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন। তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ফরেস্টের ভেতরে আদিবাসীদের বাড়ি-ঘর অথবা জমিজমা থাকলে সরকার সেটি অধিগ্রহণ করবে না। বরং তাদের দখলকৃত জমি চিহ্নিত করে পৃথক মালিকানা দেওয়া হবে। কিন্তু আদিবাসী নেতারা বন বিভাগের এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আন্দোলন করছেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়া। কিন্তু মধুপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারী আদিবাসীদের উচ্ছেদের এ প্রক্রিয়া সত্যিই লজ্জা ও দুঃখজনক। সরকার আদিবাসী প্রশ্নে অন্ধ। ২০০৭ সালে ভারতের বন আইনে বলা হয়েছে, বনে শুধু গাছপালা, পশু-পাখি থাকে না, মানুষও থাকে। যে সরকার বনের ভিতরকার মানুষগুলোকে দেখে সে সরকার অন্ধ। যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করেন সেটিই তাদের পৈতৃক জমি। মধুপুরের আদিবাসীদের দাবি মেনে নিয়ে এই প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবি জানান তিনি।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাস গুপ্ত বলেন, সংরক্ষিত বনভূমির দোহাই দিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। মধুপুরের বনকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, বন আইনের নামে আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা। অধিকার ও দখল সূত্রে এটা আদিবাসীদের ভূমি।

ঐক্য ন্যাপের নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, সম্প্রতি যে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে, এটি উন্নয়নের নামে ভূমি দখল ও গরিব মারার ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে। গারোরা ভূমির অধিকারে প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়বে না। গারোদের দ্বারা আখেরি মুক্তিযুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে ভূমির, ইজ্জতের লড়াই হবে। মরবো তবু ভূমি ছাড়ব না।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, অধিকার আদায়ে সবাইকে পথে নামতে হবে। ব্রিটিশ আমলের বন আইন বাতিল করতে হবে।

সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করেন, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, আইইডির কর্মকর্তা হরেন্দ্রনাথ সিং, হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার ফোরামের ঢাকা জেলার সমন্বয়ক শিপন কুমার রবিদাস, আদিবাসী গারো নেতা অজয় এ মৃ, স্থানীয় আদিবাসী নেতা আলবার্ট মানকিন, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক, আচিক মিচিক সোসাইটির সভানেত্রী সুলেখা দ্রংসহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতারা। সমাবেশে বন আইনের ২০ ধারা বাতিলসহ ৮ দফা দাবি জানানো হয়।

মহাসমাবেশে মধুপুর গড় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, আদিবাসী নারী-পুরুষ ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলন

সরকার উন্নয়নের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে উচ্ছেদ করার প্রকল্প করছে। তাদের উচ্ছেদ করা বা করার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘন। উচ্ছেদ আতঙ্ক ও উন্নয়ন আতঙ্ক চলছে সারা দেশে। অবিলম্বে টাঙ্গাইলের মধুপুরে সংরক্ষিত বনের নামে প্রকল্প বাতিল করে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলোর জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে গত ২৫ জুলাই সোমবার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গোলটেবিল মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী নেতাসহ

বিশিষ্টজন এ দাবি জানান। হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরাম ও নাগরিক প্রতিনিধি দল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়ের প্রায় ৯ হাজার ১৪৫ একর জমিকে 'সংরক্ষিত বনভূমি' ঘোষণা করে। কিন্তু সেখানে ১৩টি গ্রামে কয়েক'শ বছর ধরে গারো, বর্মন, কোচসহ ১৫ হাজারের বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাঙালিরা বাস করে। সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করায় এখানে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও বাঙালিরা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, দেশের আদিবাসীরা ধর্মীয় ও জাতিগত উভয় দিক দিয়ে সংখ্যালঘু। তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে অনেক বেশি। সংরক্ষিত বন হোক বা ইকো পার্ক যে নামেই প্রকল্প নেওয়া হোক, সেটা হয় অর্থ লুটের জন্য। 'সরকার উন্নয়নের নামে যেসব প্রকল্প নিচ্ছে, তা ঠিক আছে। কিন্তু মানুষের অধিকারও সুরক্ষা করতে হবে। মধুপুরে সংরক্ষিত বনের নামে যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণই অসাংবিধানিক। এ প্রকল্প পরিবেশ বিধ্বংসী ও মানবাধিকার পরিপন্থী। আমাদের দাবি, সরকার সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করবে, যাতে ওই এলাকার আদিবাসীরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, বনের অধিবাসীরাই বন রক্ষার জন্য যথেষ্ট। সংরক্ষিত বনের উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী গারোদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা। 'যে জমি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে রক্ত দিয়ে মানুষের জন্য ছিনিয়ে এনেছি, প্রশাসনের অভ্যন্তরে ভোট দেয়। তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার আজ ক্ষমতায়। অথচ সেই সরকারের আমলে মধুপুর বনাঞ্চলের নয় হাজার একর বন ভূমি রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রিজার্ভ ঘোষণার ফলে গারো অধ্যুষিত ১৪ গ্রামের বহু পরিবার উচ্ছেদ হবে। এলাকার নির্বাচিত আওয়ামী সাংসদ ড. আব্দুর রাজ্জাক এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখেননি। কাজেই দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি না করে গারোদের নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি মিলবে। তিনি মধুপুর বনাঞ্চলের ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট গেজেট বাতিলের দাবি জানান।

এ ব্যাপারে স্থানীয় বন কর্মকর্তারা জানান, মধুপুর বনাঞ্চলের ৪৫ হাজার একর বনভূমির মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার একর জবরদখল হয়ে গেছে। মাত্র নয় হাজার একরে প্রাকৃতিক বন টিকে আছে। ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারায় এ নয় হাজার একরকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়। সেখানে জনবসতি নেই বললেই চলে। বন বিভাগ স্থানীয় আদিবাসী সংগঠনের সাথে একাধিকবার এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন। তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ফরেস্টের ভেতরে আদিবাসীদের বাড়ি-ঘর অথবা জমিজমা থাকলে সরকার সেটি অধিগ্রহণ করবে না। বরং তাদের দখলকৃত জমি চিহ্নিত করে পৃথক মালিকানা দেওয়া হবে। কিন্তু আদিবাসী নেতারা বন বিভাগের এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আন্দোলন করছেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়া। কিন্তু মধুপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারী আদিবাসীদের উচ্ছেদের এ প্রক্রিয়া সত্যিই লজ্জা ও দুঃখজনক। সরকার আদিবাসী প্রশ্নে অন্ধ। ২০০৭ সালে ভারতের বন আইনে বলা হয়েছে, বনে শুধু গাছপালা, পশু-পাখি থাকে না, মানুষও থাকে। যে সরকার বনের ভিতরকার মানুষগুলোকে দেখে সে সরকার অন্ধ। যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করেন সেটিই তাদের পৈতৃক জমি। মধুপুরের আদিবাসীদের দাবি মেনে নিয়ে এই প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবি জানান তিনি।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাস গুপ্ত বলেন, সংরক্ষিত বনভূমির দোহাই দিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। মধুপুরের বনকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, বন আইনের নামে আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা। অধিকার ও দখল সূত্রে এটা আদিবাসীদের ভূমি।

ঐক্য ন্যাপের নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, সম্প্রতি যে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে, এটি উন্নয়নের নামে ভূমি দখল ও গরিব মারার ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে। গারোরা ভূমির অধিকারে প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়বে না। গারোদের দ্বারা আখেরি মুক্তিযুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে

ভূমির, ইজ্জতের লড়াই হবে। মরবো তবু ভূমি ছাড়ব না।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, অধিকার আদায়ে সবাইকে পথে নামতে হবে। ব্রিটিশ আমলের বন আইন বাতিল করতে হবে।

সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করেন, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, আইইডির কর্মকর্তা হরেন্দ্রনাথ সিং, হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার ফোরামের ঢাকা জেলার সমন্বয়ক শিপন কুমার রবিদাস, আদিবাসী গারো নেতা অজয় এ মৃ, স্থানীয় আদিবাসী নেতা আলবার্ট মানকিন, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক, আচিক মিচিক সোসাইটির সভানেত্রী সুলেখা স্রংসহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতারা। সমাবেশে বন আইনের ২০ ধারা বাতিলসহ ৮ দফা দাবি জানানো হয়। মহাসমাবেশে মধুপুর গড় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, আদিবাসী নারী-পুরুষ ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলন

সরকার উন্নয়নের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে উচ্ছেদ করার প্রকল্প করছে। তাদের উচ্ছেদ করা বা করার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘন। উচ্ছেদ আতঙ্ক ও উন্নয়ন আতঙ্ক চলছে সারা দেশে। অবিলম্বে টাঙ্গাইলের মধুপুরে সংরক্ষিত বনের নামে প্রকল্প বাতিল করে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলোর জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে গত ২৫ জুলাই সোমবার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গোলটেবিল মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী নেতাসহ বিশিষ্টজন এ দাবি জানান। হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরাম ও নাগরিক প্রতিনিধি দল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়ের প্রায় ৯ হাজার ১৪৫ একর জমিকে 'সংরক্ষিত বনভূমি' ঘোষণা করে। কিন্তু সেখানে ১৩টি গ্রামে কয়েক'শ বছর ধরে গারো, বর্মন, কোচসহ ১৫ হাজারের বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাঙালিরা বাস করে। সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করায় এখানে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও বাঙালিরা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, দেশের আদিবাসীরা ধর্মীয় ও জাতিগত উভয় দিক দিয়ে সংখ্যালঘু। তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে অনেক বেশি। সংরক্ষিত বন হোক বা ইকো পার্ক যে নামেই প্রকল্প নেওয়া হোক, সেটা হয় অর্থ লুটের জন্য। 'সরকার উন্নয়নের নামে যেসব প্রকল্প নিচ্ছে, তা ঠিক আছে। কিন্তু মানুষের অধিকারও সুরক্ষা করতে হবে। মধুপুরে সংরক্ষিত বনের নামে যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণই অসাংবিধানিক। এ প্রকল্প পরিবেশ বিধ্বংসী ও মানবাধিকার পরিপন্থী। আমাদের দাবি, সরকার সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করবে, যাতে ওই এলাকার আদিবাসীরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, বনের অধিবাসীরাই বন রক্ষার জন্য যথেষ্ট। সংরক্ষিত বনের উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী গারোদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা। 'যে জমি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে রক্ত দিয়ে মানুষের জন্য ছিনিয়ে এনেছি, প্রশাসনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সে জমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে।' প্রশাসনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এসব ব্যক্তিকে তিনি 'এক ধরনের জঙ্গি' বলে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, আদিবাসীরা একই এলাকায় শত শত বছর বসবাস করে। তারা জমির নিবন্ধন করে না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। গেজেটের নামে সরকার অসাংবিধানিক নির্দেশ তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। বন উজাড় ও দুর্নীতি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এখন মানুষের হাতে নেই, নাগরিকের হাতে নেই। রাষ্ট্র এখন চলে গেছে বন মন্ত্রণালয়ের কিছু মানুষ ও প্রশাসনের হাতে।'

সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে বন আইনের ২০ ধারা বাতিল করে টাঙ্গাইলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর ভূমিতে 'সংরক্ষিত বন' প্রকল্প বাতিল এবং তাদের নামে সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান, আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর নেতা দীপায়ন খীসা, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম আহ্বায়ক শিপন কুমার রবিদাস, হরেন্দ্রনাথ সিং প্রমুখ।

উচ্ছেদের শিকার হবে ছয় হাজার গারো-কোচ আদিবাসী

টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবন এলাকায় প্রাকৃতিক বনের অল্প অংশই টিকে আছে। ইউক্যালিপটাস, একাশিয়াগাছে ছাওয়া বনবাগানই বেশি। এর মধ্যেও শালপাতার দোল, উঁচু-নিচু লাল মাটির পথ, গারোদের মাটির ঘর টুকরো স্মৃতির মতো এখনো টিকে আছে। এর বাসিন্দাদের মনে এখন উচ্ছেদের আতঙ্ক। বনের ৯ হাজার একরের বেশি এলাকাজুড়ে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। এই এলাকায় অন্তত ১৩টি গ্রাম আছে। সেগুলোয় গারো আদিবাসীর প্রায় ছয় হাজার মানুষের বসবাস। আর আছে কোচ, কিছু বাঙালি পরিবারও। স্থানীয় বাসিন্দা মিহির মৃ বলেন, 'আমাদের ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে। বনের আদি বাসিন্দা হয়েও আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।' মধুপুর শালবনের নেতৃস্থানীয় গারো-কোচ, বন বিশেষজ্ঞ এবং বনবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা বলেন, নিয়মের তোয়াক্কা না করে এখানে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়েছে। তবে প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ) ইউনুস আলীর দাবি, নিয়ম কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পরিবেশ ও বনসচিব কামাল উদ্দিন আহমেদ মধুপুর বনের অরণখোলা মৌজার ৯১৪৫ দশমিক ৭ একর জমি সংরক্ষিত ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন দেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বন আইনের ৬ ধারায় ১৯৮৪ সালেই বনভূমির বিষয়ে দাবি-দাওয়া থাকলে তা দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত হয়নি। হলেও তা আইনগতভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। বন আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, বনে আগুন জ্বালানো, অনধিকার প্রবেশ, গবাদি পশু চরানো, গাছ কাটা, পাথর, কাঠকয়লা, শিল্পজাত দ্রব্য আহরণ দণ্ডনীয় অপরাধ।

বন আইন, ১৯২৭-এর ৩ থেকে ২০ ধারায় কোনো বন সংরক্ষিত ঘোষণার প্রক্রিয়া উল্লেখ আছে। প্রথমে ৩ ধারায় ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা নোটিশ জারি করবেন। এই সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা হন জেলা প্রশাসক বা তার নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। ৩ ধারায় নোটিশ দেওয়ার পর সেখানে বসবাসরত মানুষের আপত্তি শোনা, সেই আপত্তির নিষ্পত্তি করা, নিষ্পত্তি শেষে এলাকায় তা স্থানীয় ভাষায় প্রচার এবং ওই এলাকায় মাইকিং বা ঢেরা পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়ার পরই ২০ ধারায় বন সংরক্ষণ হতে পারে।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. মাহবুব হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, 'বন সংরক্ষিত করার কোনো প্রক্রিয়া আমার মাধ্যমে হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারি না।' বনের প্রবীণ বাসিন্দা অজয় মৃ (৬৩) বলেন, '১৯৮৪ সালে আমরা আবেদন করেছিলাম। এর কপি এখনো আমার কাছে আছে। এরপর আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি বন বিভাগ। এখন হঠাৎ করে ৩০ বছর পর আমরা নোটিশ পেলাম।'

যে ৯ হাজার একর জমি সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যে বাড়িঘর, আবাদি জমি মিলিয়ে ২ হাজার ৭৫ একর জমি গারো ও কোচরা ভোগ করছে। সংরক্ষিত বন ঘোষণার পর বেসরকারি সংগঠন সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), কারিতাস এবং স্থানীয় সংগঠন জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ এক তাৎক্ষণিক জরিপ চালিয়ে এ চিত্র পায়। জয়েনশাহীর পরিচালক ইউজিন নকরেক বলেন, এসব গ্রামে পরিবারের সংখ্যা ১ হাজার ২৬টি। মানুষ ৫ হাজার ৯৯২জন।

এ বিষয়ে পরিবেশ ও বনসচিব কামাল উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুস আলী বলেন, যারা বনের বাসিন্দা দাবি করছে, তাদের আইনি অধিকার নেই। জায়গা-জমির কোনো কাগজপত্র তো দেখাতে পারেনি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী রিজওয়ানা হাসান বলেন, বন বিভাগ বনবাসীদের এ বনের দখলদার মনে করে। এভাবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বন রক্ষা সম্ভব হবে না। এখন যে পরিমাণ জমি সংরক্ষিত করা হয়েছে, তা এমনিতেই রক্ষিত বন হিসেবে চিহ্নিত। এরপরও সেই বনকে সংরক্ষিত করা অযৌক্তিক বলে মনে করেন ফিলিপ গাইন। তিনি বলেন, বিদেশি অর্থে প্রকল্প করার উদ্দেশ্য নিয়েই এবারের সংরক্ষণ। এর উদ্দেশ্য বনকে পর্যটনের ক্ষেত্র বানানো।

আদিবাসী দিবসের সংবাদ সম্মেলন : বঞ্চনার মাত্রা বাড়ছে

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে গত ৬ আগস্ট স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে জনসংহতি সমিতি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেও সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। তিনি বলেন, দেশে আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনার মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। শিক্ষা থেকে ভূমি হয়ে এই বঞ্চনা এখন বেঁচে থাকার অধিকারে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই বিকাশের লক্ষে বাস্তব কোনো কার্যক্রম সরকার নিচ্ছে না। বরং জনমত উপেক্ষা করে রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা আদিবাসীদের শিক্ষা বিকাশে অপরিহার্য নয়।

তিনি আরও বলেন, দেশে আদিবাসীদের জাতিসত্তা ও ভূমির অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার সরকার উপেক্ষা করছে। ফলে আদিবাসীদের ভূমি দখলের উৎসব শুরু হয়েছে। তাঁদের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই করুণ। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও সে চুক্তির কোনো মৌলিক বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়নি। অপরদিকে, সরকার একের পর এক পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ও আদিবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল পার্ক, ইকো পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সামাজিক বনায়ন, সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও স্থাপনা সম্প্রসারণ প্রভৃতি কারণে আদিবাসীরা ভূমিহীন হচ্ছেন।

সম্মেলনে আদিবাসী দিবসের চার দিনব্যাপী কর্মসূচি ও ১১ দফা দাবি জানানো হয়। কর্মসূচির প্রথমদিন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের উদ্যোগে সিরডাপ মিলনায়তনে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আদিবাসীদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, প্রাবন্ধিক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সমন্বয়ক মেসবাহ কামাল। তাঁরা বলেন, এসব দাবির মধ্য দিয়ে দেশের ৩০ লাখ আদিবাসীর বুকের ভেতর জমে থাকা কান্নার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসী দিবস পালনসহ এসব দাবি বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা অন্য দাবিগুলো হলো- শিক্ষানীতির সুফল যাতে আদিবাসীরা ভোগ করতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ, আদিবাসীদের উচ্চ শিক্ষার বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা ও মাতৃভাষায় প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠদানের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকার কার্যকর, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ও ভূমি কমিশন আইন অবিলম্বে কার্যকর, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের, ঘোষণাপত্রে অনুসমর্থন, সমতল অঞ্চলের ভূমি সমস্যা নিরসনে ভূমি কমিশন গঠন, আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন, তাদের ওপর সব ধরনের হামলা ও নির্যাতন বন্ধ করা, আদিবাসীদের আত্মপরিচয় ও অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি। এ ছাড়া মধুপুর গড়ে গারো ও কোচদের ভূমিতে ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট বাতিল, মৌলভীবাজারের ঝিমাই, পাল্লাতল ও নাহার খাসিয়াপুঞ্জির খাসিয়াদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনসহ কয়েকজন আদিবাসী নেতা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

আদিবাসীদের মূলধারায় নিয়ে আসার আহ্বান

রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' উপলক্ষে গত ৭ আগস্ট উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারণী সংলাপের আয়োজন করেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ সংলাপে সহায়তা করেন।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সমন্বয়ক মেসবাহ কামালের সঞ্চালনায় সংলাপের শুরুতে আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসীদের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমতলের জনগোষ্ঠীকে যুক্ত হতে হবে। বাঙালি ও আদিবাসীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি হয়েছে, কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে দেখছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ থেকে আদিবাসীরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংলাপে ককাসের সদস্য ও সাংসদ এ কে এম ফজলুল হক বলেন, আওয়ামী লীগ প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেছে, যার বেশির ভাগই বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কিছু বাকি। এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলেই সেখানে আর সেনাবাহিনী থাকার দরকার হবে না। তিনি সন্তু লারমার অভিযোগ সত্য নয় বলেও মন্তব্য করেন।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা, ককাসের সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) একাংশের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ নাজমুল হক প্রধান, সাংসদ মৃণাল কান্তি দাস, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, দ্য ডেইলি অবজারভার এর সহযোগী সম্পাদক সৈয়দ বদরুল আহসান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইশানী চক্রবর্তী বক্তব্য দেন। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরাঞ্চলের সমতল ও সিলেট থেকে আসা আদিবাসী নেতারা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

আদিবাসী দিবসে গাসুর মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালিত

দেশের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্র, প্রশাসন, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও দল যে যেভাবে পারছে, আদিবাসীদের ওপর শোষণ চালাচ্ছে। সব আদিবাসীকে অবিলম্বে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে গত ৮ আগস্ট বিকেলে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে 'সহস্র মোমবাতি প্রজ্জ্বলন' কর্মসূচির আয়োজন করেন গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (গাসু) ও খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি ডেনী দ্রং। তিনি বলেন, 'অপশক্তি আমাদের বারবার দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। উন্নয়ন হলে আমরা ভয় পাই। উন্নয়নের নামে আমাদের উচ্ছেদ করা হয়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, 'বাংলাদেশে আদিবাসীদের অধিকার কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবেই।

জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, 'আমাদের ভূমির অধিকার নেই। আমাদের রাজনৈতিক, ভূমি ও আত্মপরিচয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

সমাবেশে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, টাঙ্গাইলের মধুপুরে আদিবাসীদের ভূমিতে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনায়ন বাতিলের দাবিসহ নয় দফা দাবি জানান।

সন্ধ্যায় সারা দেশে আদিবাসীদের ওপর শোষণের প্রতিবাদ জানিয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সহস্র মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন।

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত

গত ৯ আগস্ট ছিল আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের আয়োজন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। 'আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার' এই প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং- এর সঞ্চালনায় সমাবেশ উদ্বোধন করেন মানবাধিকারকর্মী এড. সুলতানা কামাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। বক্তব্যের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মাদল ও গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে হবে।। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভূমি ও জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা হুমকির মুখে। সমতলের আদিবাসীরা ক্রমশ ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাযন্ত্রে ঢুকে গিয়ে আমরা আদিবাসীদের নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি করছি। বলছি, আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে নানা রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। অবিলম্বে পার্বত্যচুক্তির সব ধারা বাস্তবায়ন এবং পাহাড়ের ভূমি সমস্যা সমাধানের দাবি করেন। আরও বলেন, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোনো দাবি আদায়ই সহজ হয়। পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে জোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শোষণমুক্ত হওয়া তো দূরের কথা আদিবাসী পরিচয়ই নেই তাদের। দেশে বসবাসকারী ৩০ লাখ আদিবাসী মানুষ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। আদিবাসীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে ক্রমশ এক ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক, আত্মপরিচয় ও নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, 'একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু আদিবাসীরা শোষণমুক্ত হওয়া তো দূরের কথা, আদিবাসী পরিচয়ই তারা পাননি। কেন আমরা আদিবাসী কথাটা স্বীকার করি না, আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এই অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রশাসনের কাছেও ভিন্ন বার্তা যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই আদিবাসীদের মূল্যায়ন

করে তাদের অধিকার দিতে হবে। আমি চাই– আদিবাসী-বাঙালি এক হয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা বলেন, সরকার ও প্রশাসন আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে আন্তরিক নয়। আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে সরকার উদাসীন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের পার্বত্য বান্দরবান জেলার

নেতারা মিথ্যা মামলা দিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতাদের জেলে পাঠাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'আদিবাসীরা সারা জীবনই বঞ্চিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে নিজের প্রয়োজনেই সংগ্রামী হতে হবে, সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হবে। সরকার মুখে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের কথা বললেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, 'কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণ করে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না। সে রাষ্ট্রটি মাথা উঁচু করেও বিশ্বের দরবারে দাঁড়াতে পারে না। শুধু ভূমি নিষ্পত্তি আইন করেই আদিবাসী সমস্যা সমাধান করা যাবে না। আইনটির যথাযথ প্রয়োগও থাকতে হবে।'

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, পাকিস্তান আমল থেকে আদিবাসীরা সংগ্রাম করছে। দেশ স্বাধীন হলেও তাদের সেই সংগ্রাম শেষ হয়নি, আদিবাসীরা নাগরিকের প্রাপ্ত অধিকার পায়নি। পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রণয়নের পর আদিবাসীদের তাদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে দাবি জানিয়ে আসছিল সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তা সংরক্ষণ হয়নি।

মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, আমাদের দেশে আদিবাসীরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও আদিবাসীদের শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারিনি। এটা অত্যন্ত বেদনার ও হতাশার কথা। সম্প্রতি কিছু আদিবাসী তাদের নিজস্ব ভাষার শিক্ষার উদ্যোগ নিলেও অধিকাংশ আদিবাসী তা পাচ্ছে না। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীকে মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব না।'

নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ বলেন, 'পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে যে নিয়মকানুন হয়েছে তার কোনোটিই তেমনভাবে কার্যকর হয়নি। অথচ তা হলে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনমান আরও উন্নত হতো, আমরাও সমৃদ্ধ হতাম।'

আদিবাসী দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, নারী নেত্রী খুশি কবীর, রবীন্দ্রনাথ সরেন প্রমুখ।

বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় হরিজন ঐক্য পরিষদ- 'সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানেও দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠন।

আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের জাতীয় কনভেনশন উদযাপিত

গত ৯ ও ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ আসকিপাড়া আচিক রিসোর্স সেন্টার মাঠ প্রাঙ্গণে আদিবাসী মানবাধিকার কর্মীদের জীতয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইপিডিএস প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব দ্রং। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আরো একজন নাট্যব্যক্তিত্ব তুষার খান এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আদিবাসী মানবাধিকার কমীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পাঁচ 'শর অধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে অতিথিদের গারো আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী নাচগান ও বাদ্যবাজনার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগতম, অভিনন্দন জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যে বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানান যে, আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও অন্যভাবে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আদিবাসীদের মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য যারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন আদিবাসী মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ ও সুশীল সমাজ তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিশেষ অতিথি তুষার খান তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন যে, তিনি আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের জাতীয় কনভেনশনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দ ভোগ করছেন। আদিবাসীদের সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি তাঁকে অভিভূত করে। বাংলাদেশ বহুজাতি বহু ভাষাভাষির দেশ। আদিবাসীদের স্বকৃতি দেয়া হলে সরকারের কোন ক্ষতি নয় বরং আরোও লাভবান হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি মো: হেলালুজ্জামান সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এই আদিবাসী মানবাধিকার কর্মীদের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য

জাতীয় কনভেনশন উদযাপিত: পৃ. ২৮

আদিবাসীদের উন্নয়নে পাশে থাকবে জাতিসংঘ:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উন্নয়ন ও অধিকার সমুন্নত রাখতে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে জাতিসংঘ। গত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের বাংলাদেশ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স এক নিবন্ধে এ কথা জানান।

রবার্ট ওয়ার্টকিন্স বলেন, এ বছর মে মাসে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম আদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এতে বলা হয়, শিক্ষার সুযোগ আদিবাসীদের সম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্য ভোগ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হবে।

এই প্রেক্ষাপটে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো যেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে তাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, তহবিল ও কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে।

গত ২০১৫ সালে বিশ্ব নেতারা টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেন। এতে আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সব নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ এনে দেয়। এই ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো কাউকে পেছনে না ফেলে এগিয়ে চলা। লক্ষ্যমাত্রা ৪-এ আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওয়ার্টকিন্স বলেন, বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের নেতৃত্ব নিজ উদ্যোগেই গ্রহণ করেছে এবং ২০৩০ এজেন্ডা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্জনের অঙ্গীকার করেছে। এই প্রচেষ্টা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ প্রায় ১৫ লাখ আদিবাসী মানুষের বসবাস, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ। তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার সরকারি প্রচেষ্টার ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়, যা নতুন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

গাইবান্ধায় আদিবাসীদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আমলে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরঙ্গাবাদ ও চাকরাহিমপুর মৌজার এক হাজার ৪২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রায় ১৫টি আদিবাসী গ্রাম এবং ৫টি বাঙালি গ্রামের মানুষ বসতভিটা হারায়। রংপুর সুগার মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অধিগ্রহণকৃত সেই জমি আদিবাসীদের বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে নাগরিক সমাজ গত ১ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি পাঠায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি এবং অনিয়মের কারণে ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেই জমিতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন চলতি বছরের ১০ মে সেখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয় সরকারের কাছে।

অন্যদিকে, বাপ-দাদার ভিটেমাটি ফিরে পেতে আন্দোলনে নামে এ অঞ্চলের আদিবাসী ও বাঙালি ভূমিহীন পরিবারের শত শত লোকজন। আন্দোলন দমাতে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে প্রশাসন। এতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৪ জন। আহত হয়েছেন অনেক নারী-পুরুষ। ৫১ জনের বিরুদ্ধে ৪টি মিথ্যা মামলাসহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার দাবি করেছে নাগরিক সমাজ। তারা জানায়, দরিদ্র ও প্রান্তিক আদিবাসীদের কোনোভাবেই যেন হেনস্থা করা না হয়।

সে বিষয়ে তারা সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনের পাঠানো বিবৃতিতে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট সুলতানা কামাল, লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঐক্যন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, খুশী কবির, মানবাধিকারকর্মী শামসুল হুদা, নুমান আহম্মদ খান, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, রোবায়েত ফেরদৌস, সঞ্জীব দ্রং, পাভেল পার্থ স্বাক্ষর করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা সমতলের আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার আহ্বান

সমতলের আদিবাসীদের ভূমি রক্ষায় নাগরিক সমাজ গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে বলেন 'সমতলের আদিবাসীরা নিজেদের ভূমির অধিকার হারাচ্ছে। মামলা নির্যাতন করে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সংবিধানের লঙ্ঘন। রাষ্ট্র আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না।' চিনি কলের জন্য অধিগ্রহণ করা গাইবান্ধার সাজেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মের জমি প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পাভেল পার্থ।

বিশিষ্ট কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'মহিমাগঞ্জ চিনিকলের নামে স্থানীয়দের অধিগ্রহণ করা ভূমি। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।' তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, অধিগ্রহণ করা জমি মালিকদের আইনগতভাবে ফিরিয়ে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক চর্চার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি জটিলতার সমাধান হয়েছে জানিয়ে বলেন, 'সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মসহ সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যারও সমাধান করতে হবে।' আরও বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার কর্মী খুশী কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ।

আদিবাসী হত্যার বিচারে জয়পুরহাটে প্রতিবাদ সমাবেশ

জয়পুরহাট, বগুড়া ও নওগাঁ এ তিন জেলার মোহনায় অবস্থিত নূরনগর গ্রাম। এ গ্রামের ফসলের ক্ষেত থেকে গত ১৬ আগস্ট উদ্ধার করা হয় মোহনলাল পাহানের মরদেহ। ওই ঘটনার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এর প্রতিবাদে গত ২৮ সেপ্টেম্বর জয়পুরহাটের শহীদ ডা. আবুল কাশেম ময়দানে বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের জয়পুরহাট শাখার আয়োজনে আদিবাসী হত্যার বিচারে দাবিতে সমাবেশ করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। সমাবেশে বক্তারা বলেন, একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ভূমি; এজন্য তাদের হত্যা করা হচ্ছে। কোনো হত্যাকাণ্ডেরই এখন পর্যন্ত বিচার হয়নি। এর ধারাবাহিকতায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের মোহনলাল পাহানকে হত্যা করা হয়েছে। মোহনলাল আদিবাসী হত্যার বিচার না হলে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সমাবেশে মোহনলাল পাহানের ভাতিজা উজ্জ্বল পাহান বলেন, 'আমাদের জমি দখল করতে গত ২৭ জুলাই বাড়িতে হামলার সময়ই সন্ত্রাসীরা লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। সে জন্যই তারা ছাড়া আর কাউকে আমরা সন্দেহ করি না। পুলিশ ওই দিন রাতে থানায় নিয়ে এসে বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দেখায় এবং আমরাই হত্যা করেছি বলে আমাদের হত্যার দায় স্বীকার করতে বলে।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এখনও দেশবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিবাদের বিস্তার হচ্ছে, বিদেশি নাগরিক হত্যা করা হচ্ছে। সর্বশেষ মোহনলাল পাহানকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করে তারা বেপরোয়াভাবে আদিবাসীদের ভূমি দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

রবীন্দনাথ সরেন বলেন, পুলিশ মাটির নিচ থেকেও সন্ত্রাসী খুঁজে বের করতে পারে। জঙ্গি, সন্ত্রাসীদের ধরতে পারছে। কিন্তু আদিবাসীদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে পারে না। তার মানে পুলিশ আদিবাসীদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। পুলিশ মোহনলালের হত্যাকারীদের ধরতে পারছে না, উল্টো তার পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করছে। আদিবাসীরা চুপ থাকবে না। সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী পরিষদের জয়পুরহাট শাখার সভাপতি এডভোকেট বাবুল রবিদাস।

গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের বাড়িঘরে পুলিশের অগিসংযোগ, লুণ্ঠন ও গুলি করে হত্যা

গত ৬ ও ৭ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ ও বাগদা ফার্ম এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী মিলিতভাবে আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশের উপস্থিতিতে চিনিকল মালিকের সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের বাড়িঘরে আগুন দেয়। পুলিশের গুলিতে তিনজন আদিবাসী সাঁওতাল নিহত হন। তারা হলেন শ্যামল হেম্ব্রম, মঙ্গল মার্ডি, রমেশ টুডু।

সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ও পুলিশের গুলিতে ২০ জনেরও অধিক আদিবাসী নারীপুরুষ আহত হয়। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। কিছু লাশ গুম করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছে। পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী মিলে আদিবাসীদের উপর গুলি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদের হাঁস মুরগি, গরু ছাগলসহ বাড়িঘরে থাকা আসবাবপত্র। সেখানে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ঘরে আগুন দিচ্ছে আর দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন করে আদিবাসীদের চরম আতংকের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে আদিবাসী নারী-পুরুষ-শিশু পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

এখন আদিবাসী মানুষ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন যাপন করছে। সেখানে বসবাসকারী আদিবাসী শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, তারা স্কুলে যেতে পারছে না। ইতোমধ্যে শীতের প্রকোপ পরায় তাদের যন্ত্রণার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে এবং আদিবাসীরা অনাহারে দিনাতিপাত করছে।

ঘটনার শিকার আদিবাসীরা বলেন, ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যখন চিনিকল কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাসীদের দলসহ পুলিশ বাহিনী আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য সেখানে যায়। এই সময় সেখানকার আদিবাসীরা পুলিশকে অনুরোধ করে যাতে তাদেরকে উচ্ছেদ করা না হয় এবং পুলিশ যেন সন্ত্রাসীদের আসতে না দেয়। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে চাইলে আদিবাসীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আদিবাসীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এবং ৪ জন আদিবাসী নিহত ও ২০ জনেরও অধিক আহত হয়।

প্রেক্ষাপট :

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরেঙ্গাবাদ ও চক রহিমাপুর মৌজার ১,৮৪২.৩০ একর ভূমি 'রংপুর (মহিমাগঞ্জ) সুগার মিলের' জন্য অধিগ্রহণ করে তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি আদিবাসী গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ হয়। কথা ছিল অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ করা হবে। আখ চাষ না হলে এসব জমি আবারো যে সব মূল মালিকদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেসব ভূমি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি

ছিল চুক্তি। অধিগ্রহণের পর বেশ কিছু জমিতে আখ চাষ হয় এবং আখ ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার দরুণ ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা সময় একবার চালু হয়, আবার বন্ধ হয় এভাবেই চলতে থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। অধিগ্রহণের চুক্তি লংঘন করে কেবলমাত্র আখচাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে ধান, গম, সরিষা ও আলু, তামাক ও ভূট্টা চাষ শুরু হয়। আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ পুরো ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে আনে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সনের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্তকালে তারা উল্লিখিত জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান। কিন্তু গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ১০ মে ২০১৬ তারিখে উক্ত ভূমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ঝঢ়বপরধষ ঊপড়হড়সরপ তড়হব) গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন সরকার বরাবর। বাপ-দাদার জমিতে অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবিতে আদিবাসী-বাঙালি ভূমিহীনদের তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন। আন্দোলন দমাতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ভূমিহীনদের উপরে অনেক হয়রানি করেছে, মামলা দিয়েছে। ১৯৬২ থেকে ২০১৬, দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে চিনি উৎপাদনের অজুহাতে রাষ্ট্র সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্মের ভূমি উদ্বাস্তু হাজারো মানুষের সাথে অন্যায় করে চলেছে, করে চলেছে স্পষ্ট অবিচার। ঘটনাটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান পরিপন্থী, ঘটনাটি যে কোনো মানদণ্ডেই মানবিকতা পরিপন্থী, নৈতিকতা পরিপন্থী, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিতকরণের বিধান পরিপন্থী। দ্রুত এর সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার জরুরি।

সরকারের মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে অনেকে মিডিয়ার সামনে বলেছেন এই জমি কখনো সাঁওতালদের ছিল না। এটি সম্পূর্ণ অসত্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুগার মিল কখনো বন্ধ হয়নি। আবার কেউ বলেছেন, মিলটি আবার চালু করা হবে। টেলিভিশন চ্যানেলের ভিডিও ফুটেজ দেখলে এসব বক্তব্যে মিথ্যাচার আপনারা সহজেই লক্ষ্য করবেন।

কাগজপত্র দেখে জানা যায় যে, এই জমি ছিল সাঁওতালদের এবং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের বাপ-দাদার জমি। এই জমির খতিয়ান কপি তার প্রমাণ। তাতে দুদু মাঝি, দুর্গা মাঝি, জলপা মাঝি, জেঠা কিস্কু, মঙ্গলা মাঝি, মুংলি, ছারো মাঝি, সুকু মাঝি এই সব অনেক নাম রয়েছে যাদের জমি ছিল এই বাগদা ফার্মের মধ্যে। সাঁওতালরা বলেছেন, সাঁওতাল বাগদা সরেনের নাম অনুসারে এই ফার্ম পরিচিতি পায়।

১৯৬২ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সাথে সুগার মিল কর্তৃপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির কপি পেয়েছি। সেই চুক্তিতে স্পষ্ট বলা আছে, আখ চাষের জন্য এই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও আখ চাষ না হয় অথবা আখ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে এই জমি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ জমি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এই চুক্তি ৫ ধারার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি :

Point 5.

The Provincial Government will examine the question of the acquisition of the land for the aforesaid purpose and proceed with the acquisition thereof if there is no objection but as a result of the examination if it is decided that the land shall not be acquired for the aforesaid purpose, the said corporation shall surrender the land to the Provincial Government for its release and restoration under section 8 of the aforesaid Act and the corporation shall bear all costs and compensation in connection with the release and restoration of the land.

এই চুক্তির ধারা ৩ এ বলা আছে, চুক্তির সময় এই সব জমির যে অবস্থা বা জমির যে বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র, তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ জমির আইল পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাবে না। অথচ সুগার মিল কর্তৃপক্ষ এই জমি নানা কাজে লীজ দিয়েছে। আমাদের কাছে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের কপি এসেছে। দরপত্রের এই বিজ্ঞাপন রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড দৈনিক করতোয়ার ছাপিয়েছে ১ এপ্রিল ২০১৫। এই দরপত্রে ১১টি পুকুর ও ১২টি প্লটের জন্য দরপত্র চাওয়া হয়েছে। এটি পুরোপুরি চুক্তির লংঘন। এই দরপত্র কে পেয়েছে আমরা জানি না। সাংবাদিক বন্ধুনগণ আপনারা এই তথ্য বের করতে পারেন।

অপরদিকে সরকারের মন্ত্রী ও সচিবরা বলছেন, মিল চালু আছে, আখ চাষ হচ্ছে, এসব তথ্য আদৌ সত্য নয়। ১০ মে ২০১৬ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদ

স্বাক্ষরিত একটি চিঠি, স্মারক নং: ০৫.৫৫.৩২০০.০২৩.১৬.০২৭.১৫-২৩৩(৩) পাঠানো হয় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর। এই চিঠির (ক) অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'গাইবান্ধা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রামপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সাপমারা মৌজার খতিয়ান নং ০২, চকরহিমাপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, নরেঙ্গাবাদ মৌজার খতিয়ান নং ০২, মাদারপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সর্বমোট জমির পরিমাণ ১,৮৩২.২৭ একর যা মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত রয়েছে। মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমি হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নাই।'

জেলা প্রশাসক নিজেই বলছেন জমি 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' রয়ে গেছে। অথচ শিল্প সচিব মিডিয়াতে বলেছেন মিল খোলা আছে, মিল চালু আছে। জেলা প্রশাসকের চিঠিতে 'সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এখানে সংগ্রাম কমিটি অনেক আগে থেকে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। এই ধরনের রিপোর্টের ফলে তিন গরিব সাঁওতালকে জীবন দিতে হলো। দেশবিদেশে দেশের ভাবমূর্তির মারাত্মক ক্ষতি হলো।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রদান :

ঘটনার কিছুদিন পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রাজশাহী বিভাগের নেতৃবর্গ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের সাথে এক ভিডিও বক্তৃতায় বলেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান

আমাদের দায়িত্ব তাই তাদের যাতে কোন প্রকার নিরাপত্তার অভাব না হয়। তিনি মূলত গোবিন্দগঞ্জ সাঁওতাল এলাকার ঘটনাকে ইঙ্গিত করেই এই মন্তব্য করেছিলেন।

প্রধান বিচারপতির উদ্বেগ ও ত্রাণ বিতরণ

গত ১২ নভেম্বর মাননীয় বিচারপতি এস কে সিনহা এক বক্তৃতায় বলেন, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রসাশনকে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরোও সজাগ থাকতে হবে। গোবিন্দগঞ্জ সাওতাল পল্লীতে আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনা প্রধান বিচারপতিকে নাড়া দেয়। তিনি নিজ উদ্যোগে ঘটনায় শিকার আদিবাসী বাঙালিদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন। নিহত তিনজনের প্রত্যেক পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ও অন্যান্যদের আর্থিক সহায়তা এবং শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। আদিবাসীদের উপর হামলায় প্রধান বিচারপতির স্বপ্রণোদিত হয়ে সহায়তা প্রদানের ঘটনা দেশে এই প্রথম।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের তদন্ত কমিটির পরিদর্শন

গত ১৩ নভেম্বর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল ঘটনাটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তদন্ত কমিটিতে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহবুব চৌধুরী, বি এম মোজাম্মেল হক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক টিপু মুন্সী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী ও নির্বাহী সদস্য রেমন্ড আরেং।

বিএনপি , বাম রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি দলগুলোর সরেজমিন পরিদর্শন

বিএনপি ও বাম রাজনৈতিক দলগুলোও এলাকাটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এসময় সুশীল সমাজ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

৬ নভেম্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এলাকা সফর করেছেন। মিডিয়া রিপোর্ট করে চলেছে। কিন্তু এত বড় মানবাধিকার লংঘন হওয়ার পরও সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো আদিবাসীদের নানারকম হুমকি দেয়া হচ্ছে ও হয়রানি করা হচ্ছে। এখনো আদিবাসীদের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়নি।

উল্টো আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এমনকি আহত অবস্থায় যে সকল আদিবাসী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, যা চরম মানবাধিকার লংঘন।

আমরা মনে করি, সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে নিরীহ আদিবাসীদের সাথে যা করা হয়েছে তা নির্মমতা এবং চরম মানবাধিকার লংঘন। আমরা এই মানবাধিকার লংঘন ও বর্বরতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি তাদের দাবি করছি।

ইতোমধ্যে নাগরিক সমাজের যে সকল প্রতিনিধি সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং আদিবাসীদের সাথে কথা বলেছেন, বাঙালিদের সাথে কথা বলেছেন, তারা বলেছেন

যে, এই মানবাধিকার লংঘনের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার ও স্থানীয় প্রশাসন সরাসরি যুক্ত রয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সদস্য এখানে আদিবাসী গ্রামে হামলা ও আদিবাসী হত্যার দায় এড়াতে পারে না। আমরা সরকারের প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি এই বর্বরোচিত ঘটনার বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

ফলোআপ পরিদর্শন :

ঘটনার ১ মাস ১৬ দিন পর আমরা আবার ঘটনাস্থলে যাই এবং সেখানে আদিবাসীদের সাথে কথা বলি। তাদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি সেখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তীব্র শীতে ছোট ছোট তাবুর নিচে বসবাস করছে এবং খাদ্য সংকট, শীতবস্ত্র সংকট, জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তা, শিশুদের পড়াশুনার অনিশ্চয়তা, সব মিলিয়ে এক অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে সাওতালরা।

আমরা কথা বলি বেশ কয়েকজন ঘটনার শিকার আদিবাসী বাঙালির সাথে। তাদের চোখে মুখে ছিল অনিশ্চয়তার ছাপ। তারা এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। সেই দিনের বিভীষিকাময় দিনের কথা আজও তাদের তাড়া করে। চোখের সামনে বসতবাড়ি পুড়িয়ে যাওয়া, গুলি বর্ষণ, মালামাল লুণ্ঠন এগুলো আজও চোখে ভাসে। কথাগুলো বলছিলেন তাবুতে বসবাসকারী কয়েকজন নারী।

মাদারপুর গ্রামের হুপনা মুর্মু, বয়স আনুমানিক ষাট বৎসর হবে তিনি বর্ণনা করছিলেন সেই দিনের বিভীষিকাময় দিনের কথা। সেদিন তিনি পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তার বুকের পাশে গুলিতে ঝাজরা হয়ে যায়

কোন রকমে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিজেকে ধানক্ষেতে লুকিয়ে ছিলেন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাও নেন লুকিয়ে কারণ পুলিশ গ্রেফতার করবে এই ভয়ে। হাসপাতালে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, টাকাগুলো অনেক কষ্টে জোগার করেছিলেন কথাগুলো বলছিলেন হুপনা মুর্মু। তিনি তার গুলি লাগার জায়গাটা দেখাচ্ছিলেন আর বলছিলেন আমরা আমাদের বাপ দাদার জমি ফেরত চাই এবং এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার চাই।

অলিভিয়া হেম্ব্রম, স্বামী দ্বীজেন টুডু যিনি চোখে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন এবং এখন প্রায় অন্ধ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। স্বামীর এই অবস্থায় সন্তানদের ভরণ পোষণসহ তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার কথা বলে কাদছিলেন। তিনি বলেন স্বামীর এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার চাই এবং আমার সন্তানদের দায়দায়িত্ব সরকারকে নেওয়ার দাবি জানান।

মংলু সরেন, বয়স ৬৫-র অধিক, সেদিনের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন যে জমির জন্য আমাদের জীবন দিতে হলো সেই বাপদাদার জমি আমরা ফেরত চাই। এই খুনের বিচার চাই। তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় আপনি কোন আশা দেখেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন আমি কোন ধরনের আশা বা নিশ্চয়তার আভাস দেখি না।

তৃষা মুর্মু, সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। ঘটনার পর যার ঠাঁই হয়েছে গির্জার পাশের এক অস্থায়ী তাবুতে। তিনি বর্ণনা করছিলেন লোমহর্ষক সেই দিনের ঘটনা। চোখের সামনে পুড়িয়ে যাওয়া বাড়িঘড়, প্রিয় বইগুলোর আগুনে ভস্মিভুত হয়ে যাওয়া। ঘটনার পর স্কুলে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, চেয়ারম্যান ও এমপির লোকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বই না থাকা সর্বোপরি অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের কথা। তিনি আশংকা করছিলেন তার পড়াশুনার ভবিষ্যত কি হবে? ফিরে পাবে কিনা তাদের বসতভিটা? আবার যেতে পারবে কিনা স্কুলে? এই অনিশ্চয়তা কখন কাটবে?

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা। পুলিশ আদালতের কোনো আদেশ ছাড়া এভাবে সরাসরি আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। পুলিশ কোনভাবেই সন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে না। ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গেছে, পুলিশের উপস্থিতে সন্ত্রাসীরা সাঁওতালদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এটি কোনভাবেই স্বাধীন দেশে চলতে দেওয়া যায় না।

আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা সরেজমিন এলাকায় গিয়ে, অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করুন জাতির সামনে। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই এই মানবাধিকার লংঘনের, আদিবাসী হত্যার ও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা দরকার।

জমি দখলের পায়তারা মামলা ও উচ্ছেদ আতঙ্কে খাসিয়া আদিবাসীরা

জমি বেদখল ও মামলায় গ্রেফতার আতঙ্কে বসবাস করছে নাহার খাসিয়া পুঞ্জির আদিবাসীরা। পুরুষরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং নারীরা রাতজেগে পুঞ্জি পাহারায় ব্যস্ত। পুলিশ ও স্থানীয় বাঙালির চাপে অনেকটা দিশেহারা অবস্থা খাসিয়াদের। জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে গত ৩০ মে ২০১৫ রোজ শুক্রবার দুপুরে নাহার চা-বাগানের শ্রমিকেরা নাহারপুঞ্জিতে হামলা করেন। চা শ্রমিক ও আদিবাসী খাসিয়াদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২৫ জন আহত হন।

নাহারপুঞ্জিতে ৩৪টি আদিবাসী খাসিয়া পরিবারের বসবাস। এখানকার আদিবাসীরা অভিযোগ করেন, নাহার চা-বাগানের ভেতরের রাস্তা দিয়ে নাহারপুঞ্জির আদিবাসীরা আসা যাওয়া করেন। সংঘর্ষের পর থেকে চা-বাগানের রাস্তা দিয়ে পুঞ্জিতে আসা যাওয়া করতে লোকজনকে বাধা দিচ্ছেন চা শ্রমিকেরা।

নাহারপুঞ্জির সহকারি মন্ত্রী ডিবারমিন পতাম বলেন, চা-বাগানের রাস্তা দিয়ে পুঞ্জির শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, এমনকি অতিথিদের আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পান নিয়ে বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। পানে পচন ধরেছে। আতঙ্কে দিন কাটছে পুঞ্জির আদিবাসীরা।

আদিবাসী নেতারা নাহারপুঞ্জি পরিদর্শন করেছেন। পুঞ্জিতে উপস্থিত আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন কুবরাজের সাধারণ

সম্পাদক ও আদিবাসী নেত্রী ফ্লোরা বাবলী তালাং বলেন, পুঞ্জির লোকজন আতঙ্কে আছে। পান তোলা ও বেচাকেনা অনেকটা বন্ধ। চা-বাগানের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। তবে স্থানীয় প্রশাসন পুঞ্জির লোকদের আতঙ্কিত না হতে আশ্বস্ত করেছে।

পাল্লাতল পুঞ্জির খাসি গারো আদিবাসীদের বসতি ভারতের অংশে

পাল্লাতল এলাকাটি বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম রাজ্য সীমান্তবর্তী একটি আদিবাসী জনপদ। খাসি জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি গারো আদিবাসী এই পুঞ্জিতে বসবাস করে। লুকাশ বাহাদুর পুঞ্জির হেডম্যান। তিনি ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। স্থল সীমান্ত চুক্তি বিল পাশ হওয়ায় মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখার পাল্লাতল সীমান্তে বাংলাদেশীয় অপদখলীয় অংশের খাসি গারো আদিবাসীদের বসতি ভারতের অংশে চলে গেছে। তারা মনে করেন এটা বাংলাদেশের জায়গা, বাংলাদেশেই থাকুক। পান জুম ভারতে চলে যাওয়ায় জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে পাল্লাতলবাসীর তাদের বসতি গুটাতে হচ্ছে। ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাশ হওয়ায় তাদের পান জুম জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ভারতের অংশে চলে যায়, তা নিয়ে পুঞ্জিবাসী উদ্বিগ্ন। কারণ পান জুম এলাকাটি অপদখলীয় জায়গা। 'স্থানীয় আদিবাসী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সুত্রে জানা গেছে, পাল্লাতল সীমান্তের ১৩৭০ নম্বর প্রধান খুঁটি থেকে ১৩৭৪ খুটি পর্যন্ত প্রায় ৩৬০ একর জায়গা বাংলাদেশের অপদখলে রয়েছে। এখানেই বাংলাদেশী খাসি/খাসিয়া ও গারোদের পান জুম। এর পাশে খাসি ও গারো সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার মানুষের বাস। বসতিগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এগুলো শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)-এর অরিজেন খংলা, সুহৃদ মানখিন ও তৃষ্ণা রিছিল প্রকৃত অবস্থান জানতে পুঞ্জি পরিদর্শন করে। একই দিন ফাঃ যোসেফ গমেজ ওএমআই প্রত্যুশ আশাক্রা, আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পুঞ্জির প্রতিনিধিদের নিয়ে পাল্লাতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়। এই প্রতিনিধিকে পুঞ্জিবাসী বলেন, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। ভারতে যাওয়ার তাদের কোন ইচ্ছা নেই। এ নিয়ে পাল্লাতলের চা শ্রমিক ও আদিবাসীরা চিন্তায় পড়েছে। এত মানুষ কোথায় যাবে, কি করে খাব। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আবেদন করা হয় কিন্তু তাদের সমস্যা সমাধানে এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

কেইস স্টাডি:
বিউটি মান্দিক

গত ১৪ এপ্রিল, ২০০১৬ তারিখে, সকাল ৯ ঘটিকার সময় জয়রামকুড়া গ্রামের আদিবাসী মেয়ে বিউটি মান্দিক ইভটিজিং এর স্বীকার হয়। পিতা সুভাস মানখিন ও মাতা ভারতি মান্দিকের তিন ভাইবোনের মধ্যে বিউটি সবার বড়। মেয়েটি হালুয়াঘাট শহীদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে কলেজে যাচ্ছিল, সেই রাস্তা দিয়ে দুই জন বখাটে বাঙালি ছেলে পথরোধ করে প্রেমের প্রস্তাব ও মোবাইল নম্বর চাওয়া হয়। মেয়েকে নানা ভাবে ফসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও চেষ্টা করা হয়, তাতে মেয়েটি সাড়া না দেওয়ায় জোরপূর্বক তোলে নেওয়ার চেষ্টা করলে, তার ডাক চিৎকারে তারই ছোট ভাই দৌড়ে এসে বোনটিকে উদ্ধার করে এবং আসপাশের লোকজনের সহায়তায় একজনকে ধরতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন সংগঠনের সমাজসেবী ও মানবাধিকার ডিফেন্ডারস কমিটির সার্বিক সহায়তায় এবং দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হলে ভ্রাম্যমান আদালত দ্রুত বিচার আইনে বখাতে ছেলেটিকে এক মাসের কাড়াদণ্ড প্রদান করা হয়।

কেইস স্টাডি:
স্বপন হাউই

স্বপন হাউই, গ্রাম সংরা, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। তার সংড়া বাজার সংলগ্ন পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে এক কাঠার মতো অনাবাদি জমি ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি জমিটি আবাদ করে আসছেন। জমির কিছু অংশ টিলার মত (দুই তিন হাত) উচু, দীর্ঘ দিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। চলতি বছরের মে মাসে দক্ষিণ সংরা নিবাসী জনাব আব্দুল লতিফের নজরে পরে এবং স্বপন হাউইর সাথে কোন রকম শলা পরামর্শ না করেই তিনি টিলার মত জায়গাটিতে দোকান ঘর নির্মাণ করেন। বিষয়টি টের পেয়ে স্বপন হাউই সংরার এইচআরডি কমিটির সদস্যদের অবহিত করেন। এইচআরডি কমিটির সদস্যবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। পরে ঘরোয়া সালিশে এইচআরডি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় নেতৃবর্গ অন্যের জমিতে অবৈধভাবে দোকান ঘর নির্মাণ অন্যায় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এই বিষয়টি জনাব আব্দুল লতিফকে বুঝিয়ে বলার পরে তিনি স্বপন হাউইর জায়গা ছেড়ে দিয়ে বাজারের জমিতে দোকান ঘর নির্মাণ করেন।

কেইস স্টাডি:
তেরেজা মান্দা

মুনিকুড়া গ্রাম, ৪নং হালুয়াঘাট ইউনিয়নের অধিবাসী তেরেজা মান্দা, স্বামী জগদীশ দফো দম্পত্তির একমাত্র ছেলে সন্তান নিয়ে ভালোই দিন চলছিল। তেরেজা মান্দা সারা সংস্থার কর্মী ছিলেন, স্বামী জগদীশ দফো কারিতাসের হিসাব রক্ষক ছিলেন। চাকুরির সুবাদে পরিবার নিয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহরে ছিলেন। তেরেজা মান্দার মাতা সত্তর দশকের শেষের দিকে চার একর চুয়াল্লিশ শতাংশ জমি এনায়েতুল হকের কাছে বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতে এনায়েতুল হক বিভিন্ন পন্থায় চার একর চুয়াল্লিশ শতাংশ জমিসহ সর্বমোট আরোও এগারো একর চুয়ান্ন শতাংশ জমি নিজের নামে দলিল করে নেয়। এখন তেরেজা মান্দা পরিবারের সহায় সম্বল বলতে বাড়িভিটা ছাড়া কিছুই নেই। বাড়ি ভিটার অর্ধেক অংশটাও বাঙালি পরিবার বসতভিটা করেছে। আদিবাসীরা দিন দিন তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, বিতাড়িত হচ্ছে ও তাদের বসত বাড়ি দখল হয়ে, তারা প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

কেইস স্টাডি:
রেজিতা রিছিল

গত কয়েক বছর আগে রেজিতা রিছিল ২নং জুগলী ইউনিয়নের সংরা গ্রাম নিবাসী জনাব শাহ আলম ওরফে আলম মিয়ার কাছ থেকে পঁচিশ শতাংশ জমি, পঁচিশ হাজার টাকায় বন্ধকী নেয়। তিনি বন্ধকী জমি ভালোভাবেই চাষাবাদ করে আয় রোজগার করে আসছিলেন। চলতি বছরের জুন মাসে চাষাবাদ করতে

গেলে বাঁধে বিপত্তি। আলম মিয়ার বাবা গেসু মিয়া এতে বাঁধা দেয় এবং জমিটি আলম মিয়ার কাছ থেকে সাব কাওলা/কাবলা কিনেছেন বলে জানান। এ ব্যাপারে রেজিতা রিছিল আলম মিয়ার সাথে কথা বললে আলম মিয়া বিভিন্ন অজুহাত দেখায়। নিরুপায় হয়ে রেজিতা রিছিল ২নং জুগলী ইউনিয়ন ও পলাশতলা গ্রামের এইচআরডি কমিটির সদস্যদের বিষয়টি অবহিত করেন। এইচআরডি কমিটির সদস্যবৃন্দ এই বিষয়ে ওয়ার্ড মেম্বার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি গ্রাম্য সালিশ বসে। গ্রাম্য সালিশে দশদিনের মধ্যে আলম মিয়াকে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বিচারকগণ একটি রায় প্রদান করেন। কিন্তু তারপরও আলম মিয়া বিভিন্নভাবে তালবাহানা করে রায়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দীর্ঘায়িত করে, আদিবাসী পরিবারকে আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শেষে মামলার ভয় দেখিয়ে রেজিতা রিছিলের ২৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

কেইস স্টাডি:
প্রজিনা রেমা ও মানুয়েল দ্রং

ধোপাজুরী গ্রামে অবস্থিত স্লুইশগেইট প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় আদিবাসীদের মতামত উপেক্ষা করে মানুয়েল দ্রং ও প্রজিনা রেমার রেকর্ডভুক্ত জমির উপর (প্রজিনা রেমা ৩৫ শতাংশ ও মানুয়েল দ্রং ২০ শতাংশ) মাটি ভরাট করায় প্রায় ১১ কাঠা (৫৫ শতাংশ) জমি শেওয়াল খালের সাথে মিশে গেছে। মানুয়েল দ্রং এর দখল হয়ে যাওয়া জমির উপর নতুন বাড়িভিটা করার প্রস্তুতি চলার সময় এহেন ঘটনা ঘটায় তিনি ঠিকানাহীন ভূমিহীন পরিবারে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ খালের পানিতে ভেসে গেছে ও নষ্ট হয়ে মরে গেছে। তারা আদিবাসী মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারী কমিটি, ১নং ভূবনকুড়া ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সুবিচার দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় কনভেনশন উদযাপিত

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

আইপিডিএস প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব দ্রংকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। মো: হেলালুজ্জামান সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরোও বলেন যে, তার যতটুকু সম্ভব স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং আদিবাসীদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

এই পর্যায়ে উপস্থিত আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। আলোচনায় যে সমস্ত সমস্যা, কাজে বাঁধা, ঝুঁকি ও সুপারিশ আসে তা নিম্নরূপ:

সমস্যাসমূহ: ১. প্রশিক্ষণের স্বল্পতা; ২. যাতায়াতের অসুবিধা; ৩. আর্থিক দৈন্যতা; ৪. আইনি সহায়তার স্বল্পতা; ৫. সচেতনতার অভাব; ৬. সরকারিভাবে অসহযোগিতা; ৭. মানবাধিকারকর্মী হিসেবে মৃত্যু ঝুঁকি;

সুপারিশসমূহ: ১. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ২. মানবাধিকারকর্মীদের যাতায়াতের আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করা; ৩. মামলা মোকদ্দমায় আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা; ৪. সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কর্মশালা; ৫. পুলিশ প্রশাসনের সাথে কর্মশালা; ৬. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কর্মশালা ইত্যাদি।

প্রধান অতিথি জনাব মামুনুর রশিদ বলেন যে, তিনি আসলে আদিবাসীদেরই লোক। আদিবাসীদের অধিকার সকল আন্দোলনে তিনি আছেন, থাকবেন। বিশেষভাবে তিনি সরকারর কাছে আবেদন জানান যে, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির জন্য অতি মূল্যবান রক্ষাকবচ। আদিবাসীদের এই সংস্কৃতিকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

এরপর আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ১৩টি সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার দেয়া হয়। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়।

The Daily Star

DHAKA SUNDAY NOVEMBER 13, 2016

Bullet-hit Choron Soren with one of his hands cuffed to his bed at Rangpur Medical College Hospital yesterday. The Santal man, who was shot in the leg during the November 6 attack on his community in Gaibandha, was undergoing treatment under police custody. PHOTO: STAR

The Daily Star

DHAKA THURSDAY NOVEMBER 10, 2016

Santal women on their way back home in Madarpur village in Gaibandha's Gobindaganj upazila after they are prevented from going out of their village allegedly by the police. *Inset:* Rangpur Sugar Mill authorities start fencing the sugarcane farm. The photos were taken yesterday.

PHOTO: KANGKAN KARMAKAR

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY NOVEMBER 16, 2016

Going blind doesn't worry him, losing his land does

Injured, arrested Santal man of Gaibandha panicking over how to support his family

AKRAM HOSEN

With his left eye completely gone and reddish liquid oozing out all the time from the right, Dwijen can hardly make out the faces of people around him.

But whenever he realises a visitor is here, the landless Santal of Gaibandha asks one question repeatedly.

"Will we be able to go back to our land? Will they [the government] take any

RELATED STORY ON PAGE 3 SEE PAGE 11 COL 1

Going blind doesn't worry him

FROM PAGE 1

measure for us? No matter what happens to me, my children, wife and parents would need a place to live," he keeps on saying.

Dwijen Tudu, 36, a day labourer, is one of the 15-20 people injured during the November 6 eviction drive at Shahebganj Sugar Mills in Gobindaganj of Gaibandha that also left two Santals dead.

He received numerous pallet injuries in the upper part of his body and one of the pallets went through his left eye.

"Doctors say I am not likely to be able to see with my left eye again while the right eye is also not working right," he told this correspondent who was visiting the National Institute of Ophthalmology and Hospital in the capital yesterday.

He is one of the three injured Santal men shown arrested in a case filed after the November 6 incident. Police brought him to the hospital, hand cuffed and tied two days later.

Police on Monday took off the handcuffs hours after a High Court directive. Three policemen, however, were seen on guard.

"We starved for the first few days when we came here. I had to share whatever the hospital gave him," said Dwijen's younger sister Martha Tudu.

She, however, was grateful that people sympathetic to the cause of the Santals have been coming to the hospital with food over the last couple of days.

Dwijen's father Iliam Tudu, a man in his mid 70s, told The Daily Star that he was concerned about Dwijen's well being as he is his only son.

"I can hardly stand on my feet. He was the breadwinner of the family. His children will starve if he goes blind," he said.

Director of the hospital Golam Mostafa said a five-member medical board formed to treat him found that his left eye was too damaged to treat.

THE LAND IN QUESTION

Families evicted from the predominantly indigenous villages in Gobindaganj upazila of Gaibandha have been asking the local administration to reclaim their ancestral land.

The families first lost their homes and were forced to leave the area in 1962, when the Pakistan government acquired the land for cultivation of sugarcane to be used in Rangpur Sugar Mill, found a probe by additional deputy commissioner (revenue) of the district last year.

The probe was conducted after the families rendered homeless on November 6, brought the issue to the attention of the administration in March last year.

The memorandum, which allowed Pakistan Industrial Development Corporation to acquire the 1,842.3 acres of land, mentioned that the land would be taken back by the government and returned to its previous state, if anything but sugarcane was cultivated there, added the report.

However, paddy, wheat, maize, tobacco, potato and mustard were found to be cultivated in the area by influential people who leased the area from the mill authorities, found the probe by the administration which concluded that the Santals had a claim to the land.

The Daily Star
DHAKA FRIDAY NOVEMBER 18, 2016

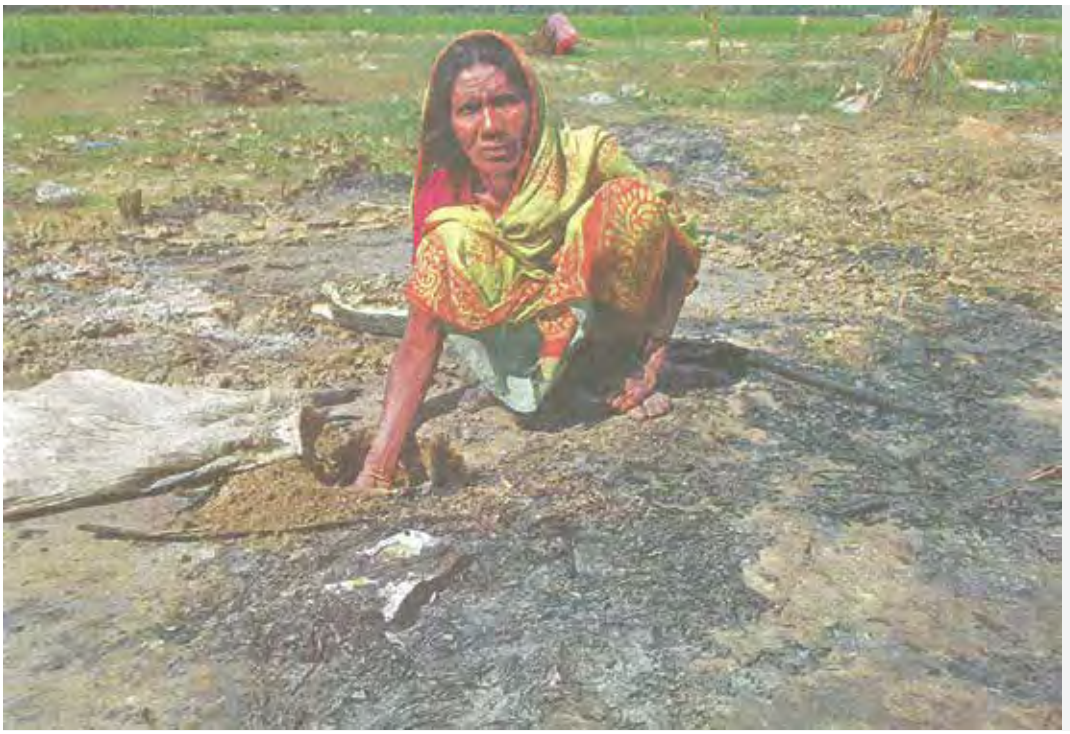

A Santal woman near her wood-burning stove at Madarpur village of Gobindaganj of Gaibandha. The local Santals like her, who were evicted recently, did not celebrate Nabanna Utsab yesterday. | PHOTO: STAR

EVICTED SANTALS

No Nabanna this year

OUR CORRESPONDENT, *Dinajpur*

Every year Santals in Gaibandha's Gobindaganj celebrate Nabanna Utsab, a traditional festival to hail the new crops and harvest with the start of Bangla month Agrahayan. But this year they had no festival even though it was scheduled to be celebrated yesterday.

"We are not celebrating Loban [Nabanna] like other years," said Dipul Soren, a 10-grader of Madarpur village in the Rangpur Sugar Mills area.

Philimon Baske, a Santal leader, said every year they celebrate the Loban festival with their own tradition, but this year the Santals could not harvest their paddy on time.

"They were evicted from their land, and they are in grief as they lost three people of their community and four others, who were injured, are now either in hospital or jail."

The Santals cultivated paddy on 100 acres of land in Madarpur and Joypur villages. The paddy needs to be

SEE PAGE 17 COL 5

No Nabanna this year

FROM PAGE 2

harvested as early as possible, he said.

The indigenous people said police were guarding the paddy fields so that they could not harvest the paddy.

Mistri Murmu, of Joypur village, said he cultivated paddy on four acres of land. He had built two houses on the disputed land in the hope of starting a new life.

But his houses were demolished. And now they were not being allowed to harvest the paddy from the land, he alleged.

"The paddy will go to waste if it is not reaped within 10 days," he said.

Rumina Mardi, of Madarpur village, said they harvest paddy with festivity in Agrahayan every year. "We make pitha [cake] for celebrating Loban after offering prayers," she said, adding that they were not celebrating the traditional festival this season.

Bhupen Mardi, of Madarpur village, said the government was yet to assess their losses due to the eviction. He also demanded that the government form a committee to probe the incident and assess the losses of the evicted indigenous people.

Children who stopped going to their schools after the incident on November 6 attended their classes in the last two days.

Abdul Baki, headmaster of Sahebganj Ikkhufarm Government Primary School, said students started attending their classes since Wednesday with their new books.

Their books were damaged during a tripartite clash between the Santals, staffers of Rangpur Sugar Mills and police over the eviction of the indigenous people from the disputed land on November 6.

The clash left three Santal men dead and 20 others, including nine policemen, injured.

Dhaka Tribune
FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016

Shahebganj Bhumi Uddhar Sanghati Committee holds a press briefing at the Reporters Unity in Dhaka protesting the attacks on Santal Community in Gaibandha DHAKA TRIBUNE

'Attack on Santals was planned'

Syed Samiul Basher Anik

The recent attack on a Santal community in Gobindaganj, Gaibandha was planned to evict them from their land, a citizens body said yesterday.

After visiting the affected areas of Shahebganj-Bagda farm in Gobindaganj on Tuesday, members of Shahebganj-Bagda farm Bhumi Uddhar Sanghati Committee said Santals were victims of a joint attack carried out by ruling party leaders, local administration and police aiming to evict them from their land.

The eight-member committee made the comment at a press conference held at Dhaka Reporters' Unity in the capital.

"Although two Santal men - Shyamol Hembron and Mongol Madri - were killed in the illegal eviction drive led by police, they are refusing take the responsibility," said Jyotirmoy Barua, convener of the committee.

The Daily Star
DHAKA SATURDAY NOVEMBER 19, 2016

The Santals lost land the most

Says new book based on study of indigenous people on plain land

STAFF CORRESPONDENT

Among all the plain land indigenous communities in Bangladesh, the Santals have lost their land most, says a book by an expert.

During their last three generations, around four lakh Santals lost over three lakh bighas (116,400 acres) of land. The properties are worth Tk 5,114 crore at 2014 prices, says Prof Abul Barkat in the book, titled "Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh".

The book based on the studies on ten indigenous communities living on the plain land, has not been launched yet.

"Among the indigenous people, Santals are the biggest loser when it comes to losing land. Their number is high and their land is easy target for everybody," Barkat told The Daily Star.

Currently, some 75 percent of the total Santal population is landless, and half of them do not have their own home.

Among the indigenous communities, Patro, Pahan and Santal people are the ones who are becoming landless the fastest, reads the book.

"During their last three generations [up to 2008], the estimated total amount of land lost by the Santal community would be about 116,400 acres, which is 58 percent of the total land dispossessed by the ten-surveyed plain-land indigenous communities," reads the book.

But no government has ever distributed any khas land among them, it says.

Asked, Barkat said the government acquires their land in many cases but in most cases, they are grabbed by Bangalis with fake documents.

The book says undue political influence by some locals, cultural hegemony and the ignorance of the Santals are reasons for their losing their land.

Santals are living in 14 districts, including Bogra, Chapainawabganj, Dinajpur, Lalmonirhat, Moulvibazar, Naogaon, Nilphamari, Panchagarh, Rajshahi, Rangpur, Gaibandha, Sirajganj, Tangail and Thakurgaon.

The other indigenous communities who were studied for the book were Garo, Hajong, Oraon, Rakhine, Dalu, Khasi, Patro, Pahan and Mahato.

Dhaka Tribune
THURSDAY, NOVEMBER 10, 2016

ATTACKS ON SANTAL COMMUNITY

Madarpur, a godforsakvillage

Nure Alam Durjoy in Gobindaganj

A bleak future is beckoning the people of indigenous Santal community after their houses were looted and burnt to ashes in Madarpur, a tiny hamlet in Gaibandha.

The perpetrators did not go only to that length they are now also trying to ostracize the community by preventing children of its members from going to school.

The tribal people are even barred from shopping in local markets.

The village is nestled in a remote part of Gaibandha. Mostly Santal people have long been living on their ancestral land in harmony with a small number of Bangalees.

There were six hundred households that were set on fire on the fateful days of last Sunday and Monday.

Distraught and downhearted the members of the Santal community are now living under the open sky in a nearby village of Sapmara union with no one to extend a helping hand.

They said two Santal men were shot dead in the violent clash and ten more people left injured in several clashes. Many more have fled the village fearing arrest.

They alleged that five to six more Santal people had been missing since the clash erupted.

Goons of lawmaker Abul Kalam Azad and Chairman Shakil Ahmed Bulbul of Sapmara Union have encircled them from all directions preventing them from going out of their village periphery, they alleged.

About 600 hundred Santal men, mostly female and children, took shelter in front of a pagoda.

The Madarpur village is located adjacent to the land acquired from Santal community by then Pakistan administration for a sugar mill

When this correspondent reached the village, a thirty-minute journey from Gobindaganj, he saw about four hundred grim-faced men and women huddling together

Evicted from their land Santal people are now living under the open sky. The picture was taken from Madarpur of Gaibandha yesterday
MEHEDI HASAN

Dhaka Tribune
FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016

ATTACKS ON MADARPUR COMMUNITY

Betrayed and deceived, Santals lose everything

A man shows empty shells of the bullets fired by police on local Santal and Bangali people of Gobindaganj upazila, Gaibandha when they resisted an eviction drive. The photo was taken yesterday
MEHEDI HASAN

Dhaka Tribune
FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016

The picture shows a school attendance register of students. The school was not even spared from the wrath of men of lawmaker and chairman MEHEDI HASAN

No home, and now no education

Nure Alam Durjoy and **Tajul Islam Reza** from Gaibandha

The future seems dark for young Santals of Madarpur.

Driven out of their village by the police and local thugs, at least 60-70 children and youth from the community have stopped going to school for fear of assault.

They also lost all their textbooks and study materials in the arson that burned all their homes to ground.

Following a violent eviction carried out by local thugs watched over by policemen, which began on Sunday and continued intermittently till Monday, some 1,000 Santal families have run away from their homes and taken shelter in nearby villages.

Children from the community are saying they fear they might be beaten up on their way to the school, or even in the schools.

In a nearby village, one of our correspondents found Santal families sitting around in the yards of people who had given them shelter. Children were also there sitting by their elders.

"We cannot go to school. We tried to go. They said: You are Santals. Why are you here? If we go to school they will beat us," said Magdulina, a class-six student.

"Our books were burnt there in the village. We do not even have anything to eat. Our parents are unfed too," she said.

There are 60-70 students in the community, most of whom go to the Sahebganj Farm Government Primary School. Some are college and university-level students.

Medi Soren, a honors second year student, said he could not imagine that this sort of torture would descend upon him and his neighbours.

An SSC candidate said: "I have exams soon and I am wondering whether I will be able to sit for the exam. I have no home now, where am I going to study?"

Sahebganj Farm school's Headmaster Abdul Baki said none of his Santal students had been to the school since the incident.

He said he had spoken to some of the parents and heard that the students were afraid to come to the school.

Five days ago, the community was living in a long line of shanties, nearly 600, built four months ago. Now the place is a flat piece of land, darkened with ash. ●

Dhaka Tribune
FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016

Workers of a sugar mill in Madarpur village under Gobindapur upazila, Gaibandha run a tractor on the land which, before Sunday, was home to several Santal families to trample the burnt remains of their houses to the ground. The photo was taken yesterday

MEHEDI HASAN

Tractor tramples atrocity evidence

Nure Alam Durjoy
from Gaibandha

When the tractor finally stopped growling, its driver glancing back at the well-tilled patch of land; it would be hard for anyone to guess that this stretch of Madarpur village was teeming with people just five days ago.

More than 2,000 people, mostly Santals, living in about 600 shanties in the remote village under Gaibandha's Gobindaganj upazila.

They were displaced after their houses were set afire on Sunday and Monday, allegedly by men loyal to local MP Abul Kalam Azad and Sapmara Union Chairman Shakil Ahmed Bulbul, in presence of police.

Two Santal men were killed and three others were injured in clashes on Sunday when the residents fought pitched battles with police, sugar mill staff, and men loyal to the MP and chairman.

Victims said the tractor was brought in on Monday evening after their houses were set on fire to erase evidence that they lived there.

On Wednesday noon, this correspondent saw a tractor - which, according to people supervising the operation, belonged to the Mahimaganj Sugar Mill - levelling the patch of land where the charred houses stood but left the surrounding area untouched.

When asked why they were ploughing the area, the supervisors claimed that the land had been lying barren for a long time and declined to speak further.

Several date and banana trees bore signs of the arson.

Ansel Hembrom, one of the Santals who lived there, said the tractor had begun work in presence of police on Monday night.

A barbed-wire fence was being put up to cut off the place.

It was from here that the Pakistani government evicted 25 families in 1962 for setting up a sugar mill. Those evicted went on to settle in other parts of the country.

A 1962 deal between Pakistan's central and provincial governments had a clause that the land would be handed over to the previous owners if it was used for other purposes.

The sugar mill stopped production in 2004 but the land was leased allegedly to local politicians and affluent people.

Some of those families returned to lay claim to the land. They built makeshift houses there in July.

Dhaka Tribune
MONDAY, NOVEMBER 14, 2016

Dijen Tudu: This country fails to ensure citizens' rights

Afrose Jahan Chaity

Dijen Tudu has not received any treatment for his eye injury since he was hit by shotgun pellets in the left eye. Dijen is one of the Santals in custody since an outbreak of unrest over land at Gobindaganj of Gaibandha on November 6.

The 40-year-old has only had one pellet removed from inside his mouth. But Dijen has wounds all over his body.

He has been in custody since the first day and although initially tied to the hospital bed with handcuffs, the law enforcers let him be during the day.

Since then, Dijen has undergone several tests and is awaiting results before his treatment will supposedly begin at the National Institute of Eye Science and Hospital in Dhaka. "The only treatment he received to take out the pellet from his mouth was at Parbatipur Hospital," said his sister Martha, who is his the only attendant.

The police arrested Dijen on the very first day when violent clashes broke out between local administration and the Santals. Dijen Tudu is accused of "police assault" according to Gaibandha Police Superintendent Ashraful Islam.

The siblings from Gaibandha have been at their wit's end over this ordeal. "I cried so much that

Dijen Tudu lies in the National Institute of Eye Science and Hospital in Dhaka with his eyes injured by shotgun pellets. The photo was taken yesterday
MAHMUD HOSSAIN OPU

tion.

When asked if he could talk, Dijen barely nodded. "Yes," he whispered. But it was impossible to hear. He continued to whisper

Dijen Tudu has patients in several districts including Dhaka. He was been to the capital city several times. "I would have come to Dhaka to see patients this winter," he said. But fate had other plans. "I

people but we were forced to fight back."

Dijen said the policemen opened fire all of a sudden when a group of Santals advanced to prevent the police.

my family. I do not want to be in a country where I have no rights, where even my life is at risk.

"Since childhood, I have experienced that we do not have any freedom. This country fails to ensure its citizens' rights. We lost everything."

Dijen laments that this was not the first case where justice had been denied to the Santals. "There have been previous instances too, where we did not get justice.

"We are like birds, flying from one place to another," says Dijen about the plight of ethnic minorities.

Dijen was right at the front at that fateful moment when the police came to his village. He was shot as the second round went off. Breathing heavier, he said: "I cannot sleep with this pain. They handcuff me after midnight and take it off in the morning.

"I hope I will get well soon and go back to my family."

When asked, Gaibandha's Superintendent of Police Ashraful Islam, however, denied handcuffing Dijen Tudu.

Jyotirmoy Barua, a Supreme Court lawyer, said handcuffing an accused or criminal depends on the likelihood of that person escaping custody. "But, it is not clear according to the law.

"The recent incidents of Santal men being handcuffed while ad-

THE INDEPENDENT
DHAKA, THURSDAY, 10, 2016

Several ethnic minority groups form a human chain in front of the National Museum in the capital yesterday protesting the attack on Santal community in Gaibandha recently.
FOCUS BANGLA PHOTO

THE INDEPENDENT
DHAKA, SUTARDAY, 12, 2016

Sultana Kamal, former adviser of to care taker government, speaks at a press conference at the Dhaka Reporters Unity in the capital yesterday organised over the death of a Santal in Gaibandha. FOCUS BANGLA PHOTO

NEWAGE
MONDAY, NOVEMBER 14, 2016

ATTACK ON MINORITIES

Human rights activists slam govt

DU Correspondent

HUMAN rights activists, politicians and cultural activists have slammed the government for its failure to ensure the security of minority groups in the country.

They have also demanded investigation into the recent attacks on the Santal community at Gobindaganj upazila in Gaibandha and judicial inquiry into the killings of three members of the community in those attacks.

They made the demands at a protest rally which was held under the banner of Chhatra Jonotar Protibad in front of the National Museum in the city's Shahbag on Sunday.

The protestors said that the government must ensure fair trial in the killing incidents and provide the affected Santal people

Human rights activists hold a protest rally at Shahbagh in Dhaka on Sunday, demanding fair trial in the killing incidents of Santal people in Gaibandha. — New Age photo

Human rights activist petrators to commit crimes fessor Tanzimuddin Khan,

প্রথম আলো
বুধবার, ১৬ নভেম্বর ২০১৬

সাঁওতালপল্লিতে আতঙ্ক পুরুষেরা বাড়িতে নেই

গবাদিপশু থেকে ঘরের টিন ব্যাপক লুটপাট, কেউ স্কুলে যাচ্ছে না

আশীষ-উর-রহমান ও
শাহাবুল শাহীন, গাইবান্ধা থেকে ●

অলিভিয়া হেমব্রমের তিন ছেলে। ছোটটি কোলে, বড় আর মেজ মায়ের দুপাশে দাঁড়িয়ে। ভীত-বিহ্বল মুখ। তাদের বাবা দ্বিজেন টুডুর চোখে গুলি লেগেছে। অলিভিয়া স্বামীর খবর খুব বেশি জানেন না। তিনি জানেন, ঢাকায় জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। অবস্থা একটু ভালো।

দ্বিজেন ৬ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের সাহেবগঞ্জ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২
। আরও খবর : পৃষ্ঠা-২

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের উচ্ছেদের পর গির্জার সামনে সমবেত নারীরা। গতকাল তোলা ছবি ● প্রথম আলো

হচ্ছে। কারা হামলা করছে জানতে চাইলে তাঁরা জানান, একটি প্রভাবশালী মহল এত দিন চিনিকল থেকে জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করত। তারা ও তাদের লোকেরাই সাঁওতালদের ওপর হামলা করছে। এদের নাম উল্লেখ করতে চাননি তাঁরা।

গতকালও সরকারি ত্রাণ নেননি : চার্চের সামনে লাইনে ছিলেন সুখী সরেন। গতকাল খ্রিষ্টান ও সনাতনধর্মী সাঁওতাল এবং হিন্দু-মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে বেসরকারি উদ্যোগে দেওয়া হলো একটি করে অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল আর একটি করে গ্লাস, চামচ ও থালা। এর আগে আরও বেসরকারি উদ্যোগে দুই দফায় পরিবারপ্রতি ১০ কেজি করে চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি মসুর ডাল ও ১ লিটার সয়াবিন, ১টি করে শাড়ি ও লুঙ্গি দেওয়া হয়েছিল। গতকালও তাঁরা সরকারি ত্রাণ নেননি। বৃদ্ধ সিমন কিসকুর ঘর পুড়েছে, বলদ লুট হয়েছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে 'মুষ্টির চাল' দিতে এসেছেন!

দুজন কারাগারে : রংপুর থেকে **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের ঘটনায় আহত ও রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন দুই সাঁওতালকে গতকাল গাইবান্ধা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, তাঁরা দুজন আপাতত সুস্থ হয়ে ওঠায় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই দুজন হলেন মাদারপুর গ্রামের বিমল কিচকু (৪০) ও চরণ সরেণ (৫০)।

ভূমিদস্যুরা সাঁওতালদের ব্যবহার করেছে : ঢাকায় **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের যে ভূমি নিয়ে সমস্যা চলছে, সেটি সাঁওতালদের জায়গা ছিল না। ভূমিদস্যুরা সাঁওতালদের ব্যবহার করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের দিয়ে দখল করিয়ে পরে নিজেদের দখলে নেওয়া। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনার পেছনে স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশ থাকতে পারে বলেও মনে করেন শিল্পমন্ত্রী। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জায়গায় মন্দির ভাঙা বা এ ধরনের ভাঙচুরের ঘটনাগুলো ঘটছে। স্বার্থান্বেষী মহলের পরিচয় জানতে চাইলে শিল্পমন্ত্রী বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে তা বের করা হবে। এ পর্যন্ত ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক প্রমুখ।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হন। প্রথমে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় পাঠানো হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সাঁওতালপল্লিতে ঘুরে দেখা গেল, এখানে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। গ্রামে পুরুষের সংখ্যা অল্পই। গ্রেপ্তারের ভয়ে তাঁরা পালিয়ে আছেন। নারী আর বয়স্করা মূলত মাদারপুর গির্জার সামনে এসে জড়ো হয়েছেন। এখানে মাদারপুর, বড় জয়পুর, ছোট জয়পুর—এই তিনটি গ্রামে প্রায় সাড়ে বারো শ সাঁওতাল পরিবারের বাস। তাদের প্রায় অর্ধেক খ্রিষ্টান। পল্লির পূর্ব পাশে রংপুর চিনিকলের ১ হাজার ৮৪২ একরের সাহেবগঞ্জ আখের খামার। মাঝখানে শুধু মেটে রাস্তা। খামারের জমিগুলো ১৯৬২ সালে অধিগ্রহণ করা হয়। এর সিংহভাগ ছিল সাঁওতাল এবং অল্প কিছু আশপাশের মুসলিম ও হিন্দু পরিবারের। এখন সব জমিতে আর আখ চাষ হয় না। এই জমি ফেরত চেয়ে সাঁওতালরা ২০১২ সাল থেকে আন্দোলন করছে। বেশ কয়েকবার এখানে ঘরও তোলা হয়েছিল। সেসব ঘর মিল কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয়। চলতি বছরের গত ১ জুলাই সাঁওতালরা হরিণমারি, সাহেবগঞ্জ, মাদারপুর ও কুয়ামারা মৌজায় দুই শতাধিক একচালা ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করে। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় চিনিকল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান চালায়। চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক পুলিশ-র‍্যাব উচ্ছেদে অংশ নেয়। এতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তিনজন মারা যান।

এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুব্রত সরকার বলেন, পুলিশ তাদের হয়রানি করছে না বা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে না; বরং তাদের নিরাপত্তার জন্য টহল দিচ্ছে।

গবাদি পশুপাখি ও টিনের চাল লুট : ৬ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় আখের খামারের জমিতে তৈরি এক চালাঘর উচ্ছেদের সময় এবং পরদিন খুব ভোরে আবার মূল সাঁওতালপল্লিতে হামলা হয়। একদল লোক তাদের বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ করল সাঁওতালরা। বিশেষ করে তাদের গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর ও হাঁস-মুরগি লুট হয়ে যায়। অনেক বাড়ি থেকে টিন খুলে নেওয়া হয়। ফুলমনি হেমব্রমের লুট হয়েছে দুটি গাভি ও একটি এঁড়ে বাছুর। আনচেল মুর্মুর দুটি গরু লুট হয়েছে। এজিবেল মুর্মু, দিলীপ মুর্মু, জমিল হেমব্রমসহ অনেকে অভিযোগ করলেন, তাঁদের চাঁদা তুলে কেনা চারটি পাওয়ার টিলার ও চারটি শ্যালো মেশিন লুট হয়েছে। সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ইক্ষু খামার ভূমি উদ্ধার সংহতি কমিটির সহসভাপতি ফিলিমিন বাস্কে বলেন, 'ঘটনার ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও সরকার সাঁওতাল হত্যা, ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় কোনো তদন্ত কমিটি করেনি। আমরা এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।'

Brihattar Parbatya Chattragram Pahari Chhatra Parishad hosts a sit-in programme on Dhaka University campus protesting against recent attacks on Hindu community in Nasirnangar and demanding withdrawal of Army from Hill Tract areas. The photo was taken on Sunday.
PHOTO: OBSERVER

The daily observer
DHAKA, MONDAY, 14, 2016

বৃহস্পতিবার
১৩ নভেম্বর ২০১৬
সমকাল

নিরাপত্তাহীনতায় গোবিন্দগঞ্জ সাঁওতালপল্লী

আতঙ্কে বাড়িছাড়া নারী-পুরুষ, ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না ছোটরা

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

রংপুর চিনিকলের আওতাধীন গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারের জায়গা থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদের সময় হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের যে ঘটনা ঘটেছে তার আতঙ্ক কাটেনি। আতঙ্কে তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে না। এমনকি বয়স্করা হাট-বাজারে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না।

এ যখন পরিস্থিতি তখন পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় বিমল কিসকু (৪০), চরণ (৫০), দ্বিজেন টুডু (৩৫), মাজিয়া হেমব্রম (৫০) নামে সাঁওতালদের চারজনকে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬ ● আরও খবর : পৃষ্ঠা-১৯

আতঙ্কে বাড়িছাড়া নারী-পুরুষ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবারের হামলা এবং সংঘর্ষের ঘটনায় শ্যামল হেমব্রম ও মঙ্গল টুডু নামে দু'জন নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ স্বীকার করেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল হান্নান জানিয়েছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উচ্ছেদ করা জায়গায় মিল কর্তৃপক্ষ কংক্রিটের খুঁটি বসিয়ে কাঁটাতার দিয়ে সীমানা ঘেরাও করে রাখার কাজ শুরু করেছে।

এদিকে উচ্ছেদ অভিযানের পর খামার-সংলগ্ন গোবিন্দগঞ্জের সাপমারা ইউনিয়নের মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের সাঁওতালদের বাড়িঘরে হামলা, গরু-ছাগল লুটপাটের ঘটনার পর থেকে সাঁওতাল পল্লীতে এখনও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের ছেলেমেয়েরা ভয়ে স্কুল, কলেজ ও হাট-বাজারে যেতে পারছে না। মেরিনা সরেন (২০) নামে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী জানান, তার বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মাদারপুর গ্রামে। বাড়ি থেকেই তিনি নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করতেন। ওই সংঘর্ষের ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখানোর ফলে তিনি কলেজে যাচ্ছেন না। শুধু মেরিনা সরেন নন, ওই গ্রামের অর্ধশতাধিক আদিবাসী শিক্ষার্থী নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না বলে জানায়।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজনের অভিযোগ মিল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে নির্মমভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের মাদারপুর সাঁওতাল পল্লীর বাসিন্দা মুগলু টুডু জানান, যৌথ বাহিনীর অভিযানের পর তাদের সম্প্রদায়ের বেশকিছু লোক

রোববার
২০ নভেম্বর ২০১৬ **সমকাল**

আবুল বারকাতের দুই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

‘আদিবাসীদের ওপর হামলার পেছনে জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে শনিবার অধ্যাপক আবুল বারকাতের বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান ■ সমকাল

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রেণিসংঘাত ও দ্বন্দ্ব বাড়ছে। বহুজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ বাংলাদেশে এ বিষয়টি অনেকে মানতে পারেন না বলেই দ্বন্দ্বের শুরু। এ বাস্তবতায় ‘বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি’ এবং পলিটিক্যাল ইকোনমি অব আনপিপলিং অব ইনডিজিনাস পিপলস : দ্য কেইস অব বাংলাদেশ’ রচিত হয়েছে। এই দুই গ্রন্থ থেকে সমাজ জীবনে বঞ্চনা এবং আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংকট সমাধানের একটা পথনির্দেশ পাওয়া সম্ভব।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাতের এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেছেন বক্তারা। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে গ্রন্থ দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় তিনি সম্প্রতি আদিবাসীদের ওপর হামলার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, দিনাজপুর, গাইবান্ধায় আদিবাসীদের ওপর হামলার পেছনে জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ জড়িত। আদিবাসীরা হারিয়ে যাচ্ছে, অথচ এ নিয়ে কারও কোনো বেদনাবোধ নেই। আবুল বারকাত তার গ্রন্থে এসব বিষয় তুলে ধরেছেন।

রাজনীতিবিদ পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, আদিবাসীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আচরণের ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

মঙ্গলবার
৮ নভেম্বর ২০১৬ **সমকাল**

আদিবাসীদের উচ্ছেদ

হামলায় আহত একজনের মৃত্যু

হামলার সময় আদিবাসীদের প্রতিরোধের চেষ্টা ■ সমকাল

■ গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জে বসতি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আদিবাসী পরিবারগুলো দিশেহারা। উচ্ছেদ, দুর্বৃত্তদের হামলা-লুটপাট আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আদিবাসী পল্লীতে। রোববার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করেছে প্রশাসন। এ সময় দফায় দফায় সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে শ্যামল হেমব্রম চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সন্ধ্যায় মারা গেছেন।

গত ১ জুলাই প্রায় ১০০ একর জমিতে স্থানীয় সাঁওতালরা একচালা ঘর নির্মাণ করে। রংপুর টিনিকল কর্তৃপক্ষ এটিকে জমি দখলের ঘটনা দাবি করে উচ্ছেদের দাবি জানায়। হামলার পর আদিবাসীদের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আদিবাসীরা। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ গাইবান্ধা জেলা সভাপতি ফিলিমন বাস্কের ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি গত রোববারের ঘটনায় ৯ জন আদিবাসী গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানান। আহতদের মধ্যে শ্যামল হেমব্রম (১৬) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন, তাদের বস্তিতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ

এদিকে গোবিন্দগঞ্জের আদিবাসী নারী-পুরুষরা অভিযোগ করেন, সোমবার সকালে একদল দুর্বৃত্ত অতর্কিতে গোবিন্দগঞ্জের মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালায়। এ সময় তারা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি লুট করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা তাদের ভিটেছাড়া করার হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ করেন তারা। এ ঘটনার পর আদিবাসী পল্লীগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা জোটবদ্ধ হয়ে বাড়ির মধ্যে অবস্থান করছেন।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা সুব্রত কুমার সরকার জানান, ইক্ষু খামার এখন সম্পূর্ণ পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কিছুদিন খামারে অবস্থান করবে। তিনি আরও জানান, রোববার সকালে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে অজ্ঞাত ৩/৪শ'সহ ৪২ জনের নাম উল্লেখ করে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার
১০ নভেম্বর ২০১৬ **সমকাল**

আদিবাসী নির্যাতনের প্রতিবাদ

■ সমকাল প্রতিবেদক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, দিনাজপুর এবং রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বসতি থেকে উচ্ছেদ, তাদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। গতকাল বুধবার রাজধানীর শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময় আদিবাসীদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিতের ব্যাপারে অদ্ভুত কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

আদিবাসী নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার রাজধানীর শাহবাগে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিবাদ সমাবেশ ■ সমকাল

প্রথম আলো
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০১৬

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা প্রশাসনকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ঠেকাতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা।

গতকাল শনিবার দুপুরে পুরান ঢাকার নারিন্দায় শ্রীশ্রী মাধব গৌড়ীয় মঠের ভক্তি বিলাস তীর্থ ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি এ আহ্বান জানান। এই নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতা করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে একটি গোষ্ঠী। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রয়েছে। কিন্তু এই ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে কিছু লোক জনগণের সম্পদ লুট করছে। শহরের ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এতে পথচারীরা ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশন। তাদের এই উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সহযোগিতা করবে বিচার বিভাগ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, দেশে প্রকৃতির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু একটি গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

শ্রীশ্রী মাধব গৌড়ীয় মঠের সভাপতি শ্রী গিরিধারী লাল মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার পাল, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মজুমদার, ইসকন মন্দিরের সভাপতি সত্য রঞ্জন বাড়ৈ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

NEWAGE

SATURDAY NOVEMBER 12, 2016

Police attack killed 4 Santals: ethnic minority leaders claim

Staff Correspondent

THE November 6 police attack on the Santals in Gaibandha killed at least four people, including a woman, ethnic minority leaders claimed at a press conference on Friday.

Three of the deceased were identified as Shyamal Hembrom, Mangal Mardy and Ramesh Tudu while the name of the woman victim could not yet be confirmed,

party looted houses before setting those on fire, alleged Jatiya Adivasi Forum's president Rabindranath Soren.

'And it did not end here. The politician's henchmen went on looting houses and assaulting women of two other nearby villages inhab-

tal,' said Sanjeeb.

'There are reports of more people missing since the attack,' he added.

After opening fire on the Santals of Sahahebganj-Baghdafarm area, police watched as musclemen loyal to local leaders of the ruling

ited by the minority people,' alleged Rabindranath.

Emerging evidence that the ruling party leaders masterminded the attack bears testimony to the state's patronisation of minority repression, said Oikya NAP president Pankaj Bhattacharya.

'The government has announced that there are no adivasi people in the country. It seems they are out to prove the statement' by driving adivasis out of their homesteads,' said human rights activist Sultana Kamal.

Independent researcher Syed Abul Maksud, Parbatya Chattagram Janasanghati Samity organising secretary Shaktipada Tripura, and Communist Party of Bangladesh leader Abdullah Kafi Ratan also spoke at the press conference.

The organisers made five

BIPF, Jatiya Adivasi Forum and Nagarik Samaj jointly hold press conference at Dhaka Reporters Unity on Friday, protesting at police attack on Santal people in Gaibandha. — New Age photo

The Daily Star

DHAKA THURSDAY NOVEMBER 20, 2016

Eminent citizens addressing a press conference at the capital's Reporters' Unity yesterday after visiting Gaibandha, where the ethnic minority Santals have recently fallen victim to repression and eviction. PHOTO: STAR

ATTACK ON SANTALS

Local MP, UP representatives had direct role

Says a civil body

STAFF CORRESPONDENT

Local lawmaker, union parishad chairman and members and the local administration were "directly involved" in the November 6 attack on Santals in Gaibandha, said

SEE PAGE 11 COL 1

প্রথম আলো
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০১৬

দেশহীন মানুষের কথা

সঞ্জীব দ্রং

হায়, ঈশ্বর সাঁওতালদের ভুলে গেছে?

গাইবান্ধার সাঁওতালী গ্রামে চলছে কান্না আর হাহাকার। নিজ দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের তাণ্ডবে তারা স্তম্ভিত, দিশেহারা। কমপক্ষে তিন জন সাঁওতাল কৃষক নিহত হয়েছেন। তারা হলেন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশটুডু। স্থানীয়রা বলছেন, আরো একজন সাঁওতাল নারী মারা গেছেন। তার নাম জানা যায়নি। শ্যামল মার্ডির লাশ কয়েকদিন ধরে দিনাজপুর মেডিকেলের মর্গে পড়ে ছিল। সন্ত্রাসী ও পুলিশের মিলিত অত্যাচার ও গ্রেফতারের ভয়ে স্বজনদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিভীষিকায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সাঁওতালেরা। গ্রামে আগুন লাগানোর ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পোশাক পরা একদল পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে এক দুর্বৃত্ত সাঁওতালদের বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছে। তারপরও পুলিশ বলেছে, কে বা কারা আগুন দিয়েছে, তারা জানে না। হামলায় তিন সাঁওতাল নিহত হয়েছেন, তাদের শরীরে গুলির দাগ, আহতদের শরীরে বিঁধে আছে গুলি। গুলির হিসাব নেওয়া হোক। চরন সরেন ও বিমল কিস্কু হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাটরাচ্ছেন। বৃদ্ধা মুংলি সরেন বুলেটবিদ্ধ হয়ে বাড়িতেই আছেন। দ্বিজেন টুডু চোখে বুলেটবিদ্ধ হয়ে এখন ঢাকার চক্ষু হাসপাতালে আছেন। তাকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে আর রশি দিয়ে বেঁধে হাসপাতালের বেডের সঙ্গে আটকে রেখেছে। মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর একজন সাঁওতাল কৃষক এই নিষ্ঠুর নগরে এভাবে পড়ে আছেন। বাগদাফার্মের পাশের মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের সাঁওতালদের বাড়িতে প্রকাশ্যে লুটপাট চালানো হয়েছে। ভয়ে ও আতংকে গ্রামের মানুষ বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে স্থানীয় কাথলিক গির্জা ঘরের সামনে। সাঁওতাল তরুণরা বলেছে, তারা তো একাত্তর দেখেনি, এখন দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতা কত ভয়ংকর, মানুষ কত বর্বর হতে পারে।

এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার যে, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ১,৮৪২.৩০ একর জমি মহিমাগঞ্জ সুগার মিলের জন্য অধিগ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি আদিবাসী গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিতে লেখা ছিল অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ করা হবে। আখ চাষ না হলে এসব জমি পূর্বের মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি ছিল লিখিত চুক্তি। অধিগ্রহণের পর বেশ কিছু জমিতে আখ চাষ হয় এবং আখ ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার কারণে ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা সময় কখনো চালু হয়, আবার বন্ধ হয়। এভাবেই চলতে থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষ নিয়ম লংঘন করে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। অধিগ্রহণের চুক্তি লংঘন করে আখ চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে ধান, গম, সরিষা ও আলু, তামাক ও ভূট্টা চাষ শুরু হয়। আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করে। জনগণের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সনের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্তে তিনি জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান। চুক্তি অনুযায়ী এই সব জমি আদিবাসী-বাঙালিদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সংগ্রামের সময় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ দাবি করছেন একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে এই ঘটনার বিচার করা হোক।

প্রথম আলো ১০ নভেম্বর রিপোর্ট করেছে, মাদারপুর গ্রামের সাঁওতাল নারী ছানি বাস্কে বলেছেন, 'আমাদের ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শাড়ি কাপড়, ৫টি ছাগল, ২০টি মুরগি, ৬টি হাঁস, ও চাল-ডাল পুড়ে গেছে। আমাদের এখন খাবার নেই। সকালে লবণ-চা খেয়েছি। চার বছরের মেয়েকে কী খাওয়াব চিন্তায় আছি।' বিভীষিকাময় এই মানবাধিকার লংঘনের বর্ণনা দীর্ঘায়িত করা যায়। তাতেও কি 'আদিবাসী' শব্দবিমুখ এই সরকারের চৈতন্য হবে? গরিব সাঁওতাল কৃষকের কান্না আর হাহাকার সরকারের কানে কি পৌঁছাবে? আমি প্রায়শই বলি, এই রাষ্ট্র আমরা চাইনি। আমরা একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলাম। এখন সব দেখে মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আমাদের প্রিয় এই দেশ প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে, ডিজএবলড্ হয়ে গেছে? এর সংবেদনশীলতা ও অনুভূতি কি মরে গেছে? বিশেষ করে গরিব কৃষক, প্রান্তিক, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের জন্য? হিন্দী ছায়াছবি নায়ক সিনেমায় অনিল কাপুরকে এক প্রতিবন্ধী বালক বলেছিল, *হামারি দেশ ভি মেরি তেরা ল্যাংড়া হো গেয়া হে, আপ উসে উঠাকার চালা দি জিয়ে*। পরাধীন কলোনিয়াল ব্রিটিশ আমলে সিদু-কানু সাঁওতালরা তীর ছুড়েছিল। তবে এখনো উপনিবেশিক শাসন চলছে? তা না হলে কেন আজো সাঁওতালদের তীর ছুড়তে হয়? কেন এত অত্যাচার সাঁওতালদের সইতে হয়?

আমার এক সাঁওতাল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন, 'আমরা কি এ দেশে থাকতে পারবো? বুদু উঁরাওয়ের মতো চলে যেতে হবে না তো? আমাদের ছেলেমেয়ে কি এদেশে সম্মান নিয়ে থাকতে পারবে?' আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবার ভার সরকারের কাছে ছেড়ে দিলাম। রাষ্ট্রকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধী হয়ে যায়, তবে তো সাঁওতালদেরকে তাদের দেবতা সিংবোঙার কাছে, ঈশ্বরের কাছে জবাব খুঁজতে হবে। হায়, তা হলে ঈশ্বরও কি সাঁওতালদের ভুলে গেছে?

সঞ্জীব দ্রং: *কলাম লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী, ই-মেইল : sanjeebdrong@gmail.com*

The Daily Star
DHAKA THURSDAY NOVEMBER 10, 2016

DEATH OF GAIBANDHA SANTALS

Judicial probe demanded

Bangladesh Adivasi Forum forms a human chain in front of Bangladesh National Museum in the capital yesterday protesting the two deaths in Sunday's clash between police, labourers and Santal community people in Shahebganj of Gaibandha's Gobindaganj over a land dispute. PHOTO: STAR

STAFF CORRESPONDENT

Expressing concern, rights activists yesterday demanded a judicial probe into police firing and killing of two santals on November 6 over land dispute in Gaibandha.

In a statement, they also sought exemplary punishment for those involved.

Advocate Sultana Kamal, chairperson of Transparency International Bangladesh; Khushi Kabir, coordinator, Nijera Kori; Dr Iftekharuzzaman, executive director, TIB; Syeda Rizwana Hasan, chief executive, Bangladesh Environmental Lawyers Association; and Sanjeeb Drong, general secretary, Bangladesh Adivasi Forum, among others, signed it.

Meanwhile, Bangladesh Adivasi Forum also protested and demanded return of the lands to the santals, a separate land commission for plainland indigenous people and punishment for the perpetrators.

In another statement, Badaruddin Umar, president of Anti-fascism and Anti-imperialism National Committee, demanded rehabilitation of evicted santals

সোমবার
১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমকাল

রোববার গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাঁওতালপল্লী পরিদর্শনে যায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল (ওপরে), সেখানে পৃথক সমাবেশে অংশ নিতে যান খুশী কবিরসহ মানবাধিকার কর্মীরা ›› সমকাল

হামলায় স্থানীয় এমপির ইন্ধনের অভিযোগ

গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালপল্লীতে আ'লীগসহ বিভিন্ন প্রতিনিধি দল

পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক টিপু মুনশী এমপি, সমাজ কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি প্রমুখ।

এদিকে মানবাধিকার, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও একই স্থানে এদিন পৃথক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবুল বারকাত, নারীনেত্রী খুশী কবির, শারমিন মুর্শিদ, সঞ্জীব দ্রং, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল ভট্টাচার্য, যুব ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল আল কাফি রতন, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মিহির ঘোষ ফাদার ড. সিভাসটিয়ান টুডু প্রমুখ পরে আলাদাভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক।

সমাবেশে পংকজ ভট্টাচার্য বলেন সাঁওতাল বসতি উচ্ছেদে যে ঘটনা ঘটেছে তা মানবতাবিরোধী অপরাধ '৭১-এর মতো অগ্নিসংযোগ, লুটপাট নারীর সম্ভ্রমহানি, হত্যা সবকিছুই করা হয়েছে এখানে। এ নির্মমতা মেনে নেওয়া যায় না।

বক্তারা আরও বলেন, নির্যাতিতরা মামলা করতে পারছেন না। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জমি ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। এটা কি দেশের ভেতরে আরেক দেশ নাকি? তারা বলেন, সাঁওতালদের আন্দোলনের

করা হয়। ওই সমাবেশে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা এ অভিযোগ করেন।

সমাবেশের শুরুতে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেন নেতাদের কাছে। তাদের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন, হত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট হয়েছে তার প্রতিকার দাবি করেন তারা। সেই সঙ্গে বাপ-দাদার জমি ফিরিয়ে দেওয়ারও দাবি জানান।

সমাবেশে হামলায় গুরুতর আহত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দ্বিজেন টুডুর স্ত্রী অলিভিয়া হেমব্রন সরাসরি স্থানীয় এমপি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও ইউপি চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুলের বিরুদ্ধে হামলার ইন্ধনের অভিযোগ তোলেন। সমাবেশে স্থানীয় সাঁওতাল নেতাদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন রমেনা কিসকু, রিটা মারডি, মেথিয়াস মারডি, বাহানাজ টুডু, এমেলি সরেন ও শ্যামল মারডি। তারা তাদের বাপ-দাদার জমি ফেরত চেয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগকারীদের বিচার দাবি করেন। একই সঙ্গে হামলার ইন্ধনদাতাদের শাস্তি দাবি করেন তারা।

জবাবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, এ ঘটনার নেপথ্যে যারা আছে, তারা যে দলেরই হোক, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তারা আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা নিয়ে এখানে এসেছেন। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসন

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

জন্য সংগৃহীত সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লুট করে নেওয়া হয়েছে। তারা প্রশ্ন করেন, বসতি উচ্ছেদের ব্যাপারে কোর্টের কোনো আদেশ ছিল কি-না। যদি তা না থেকে থাকে তবে কোন ক্ষমতা বলে এ নির্মম পদ্ধতিতে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করা হলো।

সরকারের উদ্দেশে নেতারা বলেন, একদিকে আপনারা মুখে সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, অপরদিকে আহত সাঁওতালদের হাসপাতালের বেডে হাতকড়া পরিয়ে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করছেন– এ কোন মানবিক আচরণ?

এদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য নিতে স্থানীয় এমপি আবুল কালাম আজাদের মোবাইল ফোনে বারবার চেষ্টা করা হলেও তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।

১ অক্টোবর ২০১৫

Recive by
Hasanuzzaman
2.10.15

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

Prime Minister's Advisor · International Affairs · PMO

বিষয়ঃ দেশের খাসিয়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের রক্ষার জন্য আকুল আবেদন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমাদের শ্রদ্ধা ও সালাম গ্রহণ করবেন।

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা খাসিয়া আদিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন পাহাড় ও বনাঞ্চলে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পিতৃপুরুষের ভূমিতে বসবাস করে আসছি। আমাদের গ্রাম বা পুঞ্জি ঘিরে রয়েছে আমাদের পানজুমের জমি যেগুলো প্রাকৃতিক বন এবং হাজার হাজার গাছ-পালা দ্বারা আচ্ছাদি . । আমরা নিজেদের তাগিদেই এই বন এবং গাছ সংরক্ষণ করি, যত্ন করি। গাছ আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের কাছে দেবতা তুল্য। এটা গবেষণা দ্বারা স্বীকৃত যে, বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর বন, জীব বৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় বহুকাল ধরে মুনাফা লোভী একটি গোষ্ঠী খাসিয়াদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং গাছ কেটে বন উজাড় করার ষড়যন্ত্র করে আসছে। খাসিয়াদের নামে নানা মিথ্যা ও মনগড়া তথ্য পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এ সবের একটিই লক্ষ্য খাসিয়াদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা। আমরা আপনার নিকট আমাদের প্রথাগত ভূমি রক্ষার আকুল আবেদন জানাচ্ছি যাতে কেউ আমাদের উপর জুলুম করতে না পারে।

প্রসঙ্গত, এই সুযোগে সাম্প্রতিক সময়ে দুইটি খাসিয়া পুঞ্জির বিশেষ সমস্যার দিকে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এর সমাধানের জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

1

কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের পুঞ্জিতে ঢুকে আমাদের প্রথাগত ভূমিতে খুঁটি গাড়তে চেষ্টা
এতে বাধা দিলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেদিন
চলাচলের রাস্তা তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। চলাচলের রাস্তা এখনো বন্ধ আছে

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি জানেন যে, ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘ আদিবাসী অধিক
এই ঘোষণাপত্রের ১০ নং অনুচ্ছেদে আছে, "আদিবাসী জনগোষ্ঠী
জবরদস্তিমূলকভাবে উৎখাত করা যাবে না।" অনুচ্ছেদ ২৫ বলছে, "আদি
মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় দখলীয় ও ব্যবহার্য ভূমি, ভূখণ্ড, জল, সমুদ্র উ
সাথে তাদের স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সুদৃঢ়করণের অধিক
প্রজন্মের নিকট তাদের এসবের দায়িত্বসমূহ সমুন্নত রাখার অধিকার রয়েছে
হয়েছে, "রাষ্ট্র এসব জমি, ভূখণ্ড ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি ও রক্ষার বি
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযথ মর্যাদা দি
এসবের আলোকে আমরা মনে করি, ঝিমাই পুঞ্জির ভূমির উপর আমাদের
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। অন্যদিকে আইএলও কনভেনশন
র‍্যাটিফাই করেছে। সেখানে আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগণের ঐতিহ্যগত ভূ

এসব জেনেই বর্তমান সরকার ২০০৮ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনী ই
মালিকানার প্রথাগত সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন, "আদি
বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বি. ষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ
আপনার মাধ্যমে আমরা এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে অনু

শ্রদ্ধেয় স্যার,

বিগত কয়েক মাস ধরে, খাসিয়ারা প্রচণ্ড প্রশাসনিক চাপের মধ্যে রয়েছে
মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন থেকে খাসিয়াদেরকে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ ক
জমি চা বাগানের জন্য ছেড়ে দেয়। গত ৩ আগস্ট ২০১৫, জাতীয়
চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান স্যার ঝিমাই পুঞ্জি পরিদর্শন কর
... জানান। তখন থেকে আপ

আমরা খাসিয়াদের ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলকৃত (ancestral) ভূমি ঝিমাই চা বাগানের লীজ থেকে বাদ দিয়ে খাসিয়াদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

ক,
মাই খাসিয়া পুঞ্জি, উপজেলা : কুলাউড়া, জেলা : মৌলভীবাজার, পাঁ
২ টি খাসিয়া পরিবারের চার শতাধিক সদস্য যুগ যুগ ধরে আমাদে
ঐতিহ্যগত (ancestral) ভূমিতে বংশ পরম্পরায় বাড়িঘর বসতিসহ পানজু
াসছি। খাসিয়াদের ভূমিতে রয়েছে পূর্ব পুরুষদের পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র বা কবর
রে, খেলার মাঠ, যুবকদের খেলার ক্লাব, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খাসিয়া মাতৃভাষা শিক্ষা
স্কুল যেখানে ৭১ জন শিশু পড়াশোনা করে। ব্রিটিশ আমলের আগে থেকে খাসিয়ারা এ
আসছেন সেই সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স সহ অন্যান্য সকল প্রকারের নাগরিক কর্তব্য ও
করে আসছেন। কিন্তু আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ও প্রথাগত সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ
করে ভূমিতে বসবাসরত খাসিয়াদের অজ্ঞাতসারে চা বাগানের মিথ্যা ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে
গত ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর ঝিমাই চা বাগানকে খাসিয়াদের ভূমিসহ লীজ দেয়। এ
মধ্যে খাসিয়াদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমি রয়েছে। স্মরণাতীত কাল ধরে এই ভূমিতে খা
করে আসলেও কী করে ২০১২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় ঝিমাই চা বাগানকে এই জমি নতুন ভা
লীজ দলিলে খাসিয়াদের ভূমিতে বসবাস ও অস্তিত্বের কথা, পবিত্র সমাধি ভূমি, স্কুল, গীর্জা
... গোপন রাখা হয়েছে। লীজ দলিলে খাসিয়াদের বসবাসের ও জুম
... আপনার নিকট
...তে আমাদের প্রথা
...০১২ সালে লীজ দি
...চা বাগান এর আগে
...দিয়ে আশপাশে আর
... পরিবেশ ক্ষতির
...সংগঠন গাছ কাটার
... কর্তৃক খাসিয়া পুঞ্জি
... গত ১৭/০২/২০১৫
...র ঝিমাই চা বাগানে

দুই,
নাহার ১ এবং নাহার ২ খাসিয়া পুঞ্জি, শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা। এখানে মোট ৯৬টি খাসিয়া পরিবার যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এখানেও খাসিয়াদের রয়েছে গীর্জা ঘর, সমাধি ক্ষেত্র, স্কুল ঘর, বসতি ও পান জুম। পার্শ্ববর্তী নাহার চা বাগান কয়েক দফা মালিকানা বদলের পর থেকে খাসিয়াদের ভূমি দখলের লক্ষ্যে খাসিয়াদের হয়রানি শুরু করে। চা বাগান বেশ কয়েকবার পুঞ্জি সরাসরি আক্রমণ সহ, মিথ্যা মামলা, নির্যাতন, গাছ কাটার ঘটনা ঘটায়। এই সব সমস্যা নিয়ে নাহার চা বাগানের মালিক পক্ষের সঙ্গে খাসিয়াদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকে চা বাগান কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের জায়গা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উল্টো খাসিয়াদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত জমি ছেড়ে দিতে বলেছেন। তাদের যুক্তি হলো, তারা চা বাগান করার জন্য সরকারের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, খাসিয়াদের জমি ও বাড়িঘর ও অন্যান্য পানজুম থাকতে কিভাবে সরকার এসব জমি চা বাগানকে লীজ দেয়?

এমতাবস্থায় মাহোদয়ের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, ঝিমাই পুঞ্জি ও নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের ঐতিহ্যগত জমি (ancestral land) চা বাগানের লীজ থেকে বাদ দেয়া হোক। আপনার বলিষ্ঠ ও মানবিক বিবেচনা এই সকল খাসিয়া পরিবার এবং দেশের বন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

আপনার অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

খাসিয়া জনগণের পক্ষে,

- সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, [signature]
  বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম,বাংলাদেশ, ফোনঃ ০১৭১১ ৮০৪০২৫
- পিডিসন প্রধান সুচিয়াং, [signature]
- সভাপতি,বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম,বাংলাদেশ ফোনঃ ০১৭১৫০৮৩৮২৮
- হেলেনা তালাং, [signature]
  মুরইছড়া পুঞ্জি, উপজেলাঃ কুলাউড়া, জেলাঃ মৌলভীবাজার, ফোনঃ ০১৭৪৩ ৭৮৪৮৩৯

4

The Daily Star DHAKA MONDAY OCTOBER 10, 2016

Criminals prey on Khasi people

Cut 3,500 betel vines in Amuli punjee of Moulvibazar

MINTU DESHWARA *with* ANDREW EAGLE

The 162 residents of the indigenous settlement of Amuli punjee in Kormodha union of Moulvibazar's Kulaura upazila are deeply distressed following an attack by a gang of criminals who targeted the punjee's betel leaf plantations. During the October 2, 2016, attack, miscreants cut around 3,500 betel vines.

Punjee residents believe the attack was instigated by Noldori village residents Palash Mia and Babul Mia, following an earlier altercation between residents and the duo on September 27, 2016.

On that day, according to residents, up to 15 people led by Palash and Babul entered the punjee with sharp weapons to fell trees. When the group started to cut down a large tree, punjee residents obstructed the activity. The miscreants then threatened the punjee-dwellers and took the tree anyway.

Subsequently, on September 29, local indigenous people submitted a written complaint about the incident to Khormodha union chairman MA Rahman Atiq. According to local sources, Palash and Babul regularly cut trees from the forest reserve, while out of fear locals do not protest the illegal activity.

As betel leaf cultivation is the mainstay of the Khasi and Mandi community's economy, the loss of the vines in the latest attack is devastating.

"Betel leaf is our only income source," says resident Polin Manda. "When the criminals cut my betel vines they destroyed my dreams. Having lost my main economic asset, I don't know how to support my six-member family."

"Many Khasis in our punjee have no other employment," says neighbour Philip Khonglah. "Growing crops on surrounding land is a matter of survival. Without this land and our betel vines it's impossible for many families to live."

Octogenarian punjee resident Arvil Rema breaks down to remember the attack. "We live insecure lives. We live from hand to mouth. What is our fault that Babul and Palash should harass us constantly? They threaten us and tell us to get out from this land. I wish I would die to end this suffering."

Head of the punjee, Protush Asakra, says grave fears of further attacks persist.

"Palash Mia and Babul Mia are out to evict the Khasis who have been cultivating betel leaf in the area for years," alleges Abdul Karim Kim, general secretary of Sylhet chapter of the NGO Bangladesh Poribesh Andolon.

Human rights defender of NGO Indigenous Peoples' Development Services Joyanto Lawrence Raksham agrees. "Cutting betel vines is one kind of strategy to dispossess indigenous people of their land. Without the livelihood of the vines they are vulnerable, so miscreants take the opportunity to repeatedly attack. A comprehensive solution to this ongoing problem is needed."

Dejected Khasi women sit beside baskets full of betel leaves in Amuli punjee are Moulvibazar's Kulaura on Friday. On October 2, criminals attacked and destroyed 3,500 betel vines there. *Inset*, locals holding some of the vines. PHOTO: MINTU

The Daily Star DHAKA SATURDAY JUNE 7, 2016

700 Khasi people set to lose their homesteads

Eviction notice asks them to leave by June 12

Mintu Deshwara with Andrew Eagle

In a gloomy mood, Khasi women of Nahar Punjee in Moulvibazar's Srimangal listen to a government notice being read out to them by the village headman (not in photo). The notice asked the punjee dwellers to vacate 150 acres of the 250-acre government land by June 12. Photo: Mintu Deshwara

Women sit in a yard trying to sort betel leaves but their heavy hearts barely allow it. The elderly who counted on predictable sunset years can hardly concentrate on basic chores. Children are confused; parents without hope. The collective mood in the two Khasi villages collectively known as Nahar Punjee, set amidst hillocks in the back blocks of Moulvibazar's Srimangal and home to around 700 Khasis, is one of devastation.

On 30 May 2016 Nahar's villagers were issued notice by the government to vacate 150 acres of the 250-acre Nahar Punjee area by June 12, or face forcible eviction.

The notice accuses the Khasis of illegally occupying government land,

The Daily Star
DHAKA SATURDAY JUNE 11, 2016

MOULVIBAZAR KHASI VILLAGE

Women keep vigil to protect homes

As most of the males in the village have fled to avoid arrest, Khasi women have risen to the occasion. Divided in small groups, they guard their houses and betel leaf gardens to resist any attempt to evict the families and grab land in their punjee (village) at Sreemangal upazila of Moulvibazar. A tea estate has allegedly been trying to grab land of the Khasi people since 2007 to expand its area. The photo was taken Thursday night. Photo: Mintu Deshwara

Mintu Deshwara

Khasi women of two punjees in Moulvibazar's Sreemangal upazila have started guarding their houses and betel leaf gardens in a bid to resist any attempt to evict their families and grab their land.

They have taken it upon themselves to protect their homes as most of the male members of the punjees (villages) have fled their houses in fear of arrest following an eviction notice issued by the district administration.

The notice, issued on May 30 to some 700 Khasi people living in two villages collectively known as Nahar Punjee, asked the villagers to vacate 150 acres of the 250-acre punjee area by tomorrow.

The authorities accused them of illegally occupying 150 acres of government land and cultivating betel leaf there. The notice warned that the authorities would use the police to force the residents out of their homes if they fail to move out within the deadline.

Indigenous rights activists alleged that the district administration was acting in support of Nahar Tea Estate, which has been trying to grab the land since 2007 to expand its area.

Armed with sticks and divided into small groups, the Khasi women now guard their houses and betel leaf gardens night and day, Mousumi Ruram, a punjee resident, told this correspondent.

Raul Mannar, a local of the punjee, said, “We have been living here for generations. Many Khasi families earn their livelihood by growing crops on the land. Without this land, it would be impossible for them to survive.”

Fifty-five-year-old Daimon Lamin said, “We are Bangladeshi citizens and we have voting rights, yet we are among the most deprived ones in the country. We have been living and cultivating on the land for many years now, but still we don't have a place of our own.”

Dibarmin Lamin, headman of Nahar punjee, said, “We would like to live and die on this land they way our ancestors did. We will sacrifice our lives but won't

The Daily Star
DHAKA SATURDAY MARCH 12, 2016

Fifty Khasi families in uncertainty

Set to lose their homesteads, land for betel leaf cultivation after exchange of adversely possessed land with India

A Khasi woman teaching her children at her house at Pallathal Punji in Baralekha upazila of Moulvibazar. Some 50 Khasi families of the indigenous neighbourhood have been in fear of losing their homestead to India once the implementation of Land Boundary Agreement begins in their area. Locals said India would be in possession of about 300 acres of land where Khasis cultivate betel leaf. Photo: Mintu Deshwara

Mintu Deshwara

Welsi Amse has always dreamt that her children would become doctors one day. She has been squeezing every penny possible from the meagre earnings from a betel leaf garden at Pallathal Punji in Moulvibazar for the last few years.

But all her dreams have started to fade away after she came to know that her betel leaf garden, her only source of income, would soon be taken away. Now, the 35-year-old woman is worried sick over how she and her five-member family would survive if their land is taken.

Around 50 Khasi families living in Pallathal Punji (indigenous neighbourhood) in Moulvibazar's Baralekha upazila would lose their homestead once the exchange of the adversely possessed land, following the signing of the land boundary agreement, start happening.

Lukas Bahadur, headman of Pallathal Punji, told this correspondent that around 300 acres of land, where Khasis cultivate betel leaf, would be taken.

“Although India is erecting a barbed wire fence on its part along our betel leaf garden, our officials are not doing anything to stop them,” he alleged.

The betel leaf garden is the lone source of income for the 50 Khasi families comprising around 250 people. The families living at the hillocks in the upazila are passing days amid worry over losing the land they had been living on for centuries.

As part of the 1974 Land Boundary Agreement (LBA), Bangladesh will give India 2,777 acres of adversely possessed land and get 2,267 acres in exchange. The land is in the bordering areas of India's Assam, Tripura, Meghalaya, and West Bengal states.

The Pallathal area in Barlekha, bordering Assam and Meghalaya, consists of adversely possessed land. It includes 300 acres of homestead and cultivable land of the Khasi and Garo people.

Lukas Bahadur said, “Our land was excluded in the 1974 survey, but India claimed the land [more than 300 acres] in 2011. Now they are setting up a fence blocking the main entrance to the garden. I've already informed the local administration about this, but they refused to help us and said the order came from higher authorities.”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নম্বর-পবম/(বঃ শাঃ-১)৪৩/২০১২/৫৫ তারিখঃ ১৫-০২-২০১৬।

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু বন আইন ১৯২৭ (The Forest Act, 1927) (Act XVI of 1927) এর ৪ (ক) (১) ধারায় নিম্ন তফসিলভুক্ত জমি সংরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest) হিসাবে ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিজ্ঞপ্তিসমূহ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করতঃ জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইলকে ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয় যিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter-II) এর বিধানমতে বর্ণিত ভূমির উপর কাহারো কোন ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া থাকিলে তাহার তদন্ত করিয়া দেখিবার এবং এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখিবেন; এবং

যেহেতু বর্ণিত ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার উক্ত আইনের ৬ ধারায় বাংলাদেশ গেজেটের ৬ষ্ঠ খন্ডে ১৯ জুলাই, ১৯৮৪ তারিখে প্রকাশিত নোটিশের মাধ্যমে উল্লিখিত বনভূমি সম্পর্কে কাহারো কোন দাবী-দাওয়া থাকিলে উহা উক্ত নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে প্রামাণিক দলিলপত্রসহ তাহার নিকট লিখিত বা মৌখিক উপস্থাপন করিবার জন্য আহবান জানান; এবং

যেহেতু বর্ণিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে যে সমস্ত ভূমির বিপরীতে কোন দাবী-দাওয়া উপস্থাপিত হয় নাই অথবা দাবী দাওয়া উপস্থাপিত হওয়ার পর আইনগত ভাবে নিস্পত্তি হইয়াছে সেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত ভূমি বন আইন, ১৯২৭ (The Forest Act, 1927) (Act XVI of 1927) এর ২০ ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার তারিখ হইতে "সংরক্ষিত বনভূমি" **(Reserved Forest)** বলিয়া গণ্য হইবে মর্মে ঘোষণা করা হইল ঃ

ভূমির তফসিল

জেলা	পরগনা	উপজেলা	মৌজা		সি. এস দাগ নং	আর. এস দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	৪ ও ৬ ধারায় গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ
			জে এল নং	নাম				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
টাঙ্গাইল	পুকুরিয়া	মধুপুর	২২১	অরণখোলা	৮২৪	১৫০০১	৪৭৫.৫০	গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর ঃ 9082/For তারিখ ঃ ০৫-০৯-১৯৫৫ এবং বাংলাদেশ গেজেট, ৬ ষ্ঠ খন্ডে নোটিফিকেশন নম্বর ঃ XIII/For-55/82/66 তারিখ ঃ ২৬-০১-১৯৮৪ এবং বাংলাদেশ গেজেট, ৬ষ্ঠ খন্ডে তারিখ ঃ ১৯-০৭-১৯৮৪
					৮২৫	১৫০০২	২২.০২	
					৮২৬	১৬০০১	৭০৮.০৩	
					৮২৭	১৭০০১	১৯০.৩০	
					৮২৮	১৭০০২	৮.৫১	
					৮২৯	১৭০০৩	১.৯০	
					২০৬	৩০৬	১.০৮	
					২০৭	৩০৭	০.৯৬	
					২০৮	৩০৮	০.৪৩	
					২০৯	৩০৯	০.০৯	
					১৯২	২২৩	১.৫৮	
					১৯৪	২২৫	২৩.৬৮	
					১৯৭	২২৮	৪.৮৪	
					২১১	৯০০১	৪০৬.০৬	
					২০১	৩০১	৭১৫.৮০	
					২১২	৯০০২	৩.০২	
					২১৩	৯০০৩	৪৮১.৫৭	
					২১৪	১০০০১	৭৮৬.৯৫	
					২২২	১১০০১	৯৪১.১০	
					১৫১	৮০০৩	২১০.৩০	
					১৫৩	৮০০১	৭১৫.৮০	
					১৫৬	৪০১	৯৬৭.৯০	
					১৫৭	২০১	৯৩৫.৫০	
					১৭১	২০৯	৬১১.৭০	
					১৭৬	২০৬	২১.৪২	
					১৯০	২২১	২৪.২০	
					২২১	১০০০৯	০.১৫	
					২৮২	১২৪১৩	০.৪২	
					২০৫	৩০৫	০.৪৭	
					১৭৪	২০৫	১.৬৮	
					১৭৫	২০৪	০.৫৬	
					২২৫	১২৫২৪	২৫৬.৩৫	
					৬৪৮	১৩৪১৯	৬২৫.২০	
						মোট=	৯,১৪৫.০৭	

চলমান পাতা-০২

D:\Arafat Forest\Gazzattee Notification (Tangail).doc - 3 -

...মে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)
সচিব

স্মারক নম্বর-পবম/(বঃ শাঃ-১)৪৩/২০১২/৫৫ তারিখঃ ১৫-০২-২০১৬।

বিতরণ ঃ
০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩. সিনিয়র সচিব/ সচিব...।
০৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
০৫. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিসে প্রেরণ করিয়া প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মুদ্রণকৃত কপি অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল)।
০৬. জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
০৭. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশসহ ৫০০ কপি অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল)।
০৮. পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল।
০৯. বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
১০. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ, টাঙ্গাইল।
১১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,...।
১২. সহকারী কমিশনার (ভূমি),...।

অনুলিপি ঃ
০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. মাননীয় উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

(ফাহমিনা খানম)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪৪১৮

- 4 -
D:\Arafat Forest\Gazzattee Notification (Tangail).doc

The Daily Star
DHAKA SATURDAY JULY 23, 2016

A rally jointly organised by Garo Student Union and Madhupur Garo Society at Gaira of Tangail yesterday, protesting an alleged conspiracy to evict the ethnic minority people from Madhupur in the name of declaring a 9,145-acre land at Arankhola Mauja a reserve forest. *Inset*, Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity leader Jyotirindra Bodhipriya Larma, popularly known as Santu Larma, addressing the rally.

Reserve forest instills fear in Madhupur ethnic minorities

Santu Larma criticises govt at Tangail rally for declaring 9,145 acres of the 'communities' ancestral land' as reserve forest, fears eviction

OUR CORRESPONDENT, *Tangail*

Criticising the government for publishing the gazette notification that declared the 9,145 acres of land at Arankhola Mauja in Madhupur of Tangail as a reserve forest, Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity leader Jyotirindra Bodhipriya Larma yesterday said the present government is not friendly towards the ethnic minority people.

Larma said this at a rally jointly organised by Garo Student Union and Madhupur Garo Society at Gaira of Tangail, where he attended as the chief guest, protesting an alleged conspiracy of evicting the ethnic minority people from Madhupur in name of a reserve forest.

"Even the peace accord signed for protecting rights of the ethnic minority people of Chittagong Hill Tracts has not been implemented. The accord is now overlooked and neglected by the ruling force," said the Bangladesh Adivasi Forum president, popularly known as Santu Larma.

The Adivasi leader said the 30 lakh people of the ethnic minority communities in the country are now deprived and tortured in various ways. In the last 45 years, none of the governments solved their problems, he added.

The ethnic minority people will have to remain united to protect their existence, he said.

"We will have to have own leadership, own party to realise our rights. We can not be depended on any other parties to do that for us," he added.

The ethnic minority people of Madhupur said the Ministry of Environment and Forests on February 15 declared the land in Madhupur Garh as a reserve forest under Section 20 of the Forest Act of 1927.

Following the gazette notification, fear of eviction spread among the Garo, Koch, Bormon, other ethnic minorities and Bangalee people living in the area, they said. Around 15 villages are situated in the Arankhola Mauja area, and the villagers claim that the lands where the villages are located are their ancestral property.

They said even though the gazette did not mention their eviction, but they fear that they might be evicted eventually and expressed their determination to resist the alleged conspiracy of evicting the ethnic minority people from Madhupur in name of the reserve forest at any cost.

The rally was attended by several ethnic minority leaders and rights activists.

শনিবার
২৫ জুন ২০১৬ সমকাল

মধুপুর বনে গারো অধিবাসীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মানববন্ধন ■ সমকাল

আদিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

■ সমকাল প্রতিবেদক

মধুপুর বনে গারো ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানিয়েছে আদিবাসী সংগঠনগুলো। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে এ দাবি জানায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম, কাপেং ফাউন্ডেশনসহ আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠন।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংয়ের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন– ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল, সহযোগী অধ্যাপক ড. রুবায়েত ফেরদৌস, গারো ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সুবিত রুখো, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা প্রমুখ।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, মধুপুর বনাঞ্চলে রিজার্ভ ফরেস্টের নামে আদিবাসী ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

আদিবাসীদের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

উচ্ছেদের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। উচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ায় ওই এলাকার ২৫ হাজার আদিবাসী ও মৌলভীবাজারে ৭০০ খাসিয়া পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

মানববন্ধনে উত্থাপিত দাবিগুলো হলো– অবিলম্বে মধুপুর বনের আদিবাসীদের ভূমি 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা বাতিল করে প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমির মালিকানার স্বীকৃতি, মধুপুর জাতীয় উদ্যান প্রকল্প গ্রহণের আগে আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, আদিবাসীদের ভূমিতে কোনো প্রকল্প গ্রহণের আগে তাদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, খাসিয়াদের প্রথাগত জমি দখলের সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা এবং নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের উচ্ছেদ নোটিশ বাতিল করতে হবে।

শনিবার
২১ মে ২০১৬ সমকাল

মানববন্ধনে বক্তারা মধুপুর থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদে চক্রান্ত হচ্ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

মধুপুর বনে বসবাসরত আদিবাসীদের উচ্ছেদের চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু)। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে সংগঠনটির নেতারা এ দাবি করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, টাঙ্গাইল জেলার অরণখোলা ইউনিয়নের জলছত্র, গায়রা, টেলকি, সাধুপাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ জাঙ্গালিয়া, বেরিবাইদ, গাছবাড়ী, আমতলী, ভুটিয়াসহ বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে কমপক্ষে ১৫ হাজার মানুষ বহু বছর ধরে বাস করছে। সরকার কোনো আলোচনা ছাড়াই এসব এলাকাকে সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করেছে, যা এখানে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে জানেন না। এখন এসব এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

সহযোগিতায় :

European Union